বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

কৃষি মন্ত্রণালয়

সেচ ভবন, চতুর্থ তলা, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.birtan.gov.bd

পুষ্টি খাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

- ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে ১৮ (১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ।
- ১৯৭৪ সালে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান গঠন।
- ১৯৭৫ সালে সংবিধানে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠন।

পুষ্টি খাতে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার
অবদান

- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ পুনরুজ্জীবন
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন ২০১২ প্রণয়ন ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ প্রণয়ন।
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ প্রণয়ন।

“পুষ্টি উন্নয়নের বুনিয়াদ”-

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে দেয়া বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

কাজী আবুল কালাম, পরিচালক (সভাপতি)

ফারজানা রহমান ভূঞা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সদস্য)

গোলাম ছগির আহাম্মদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সদস্য)

ইলোরা পারভীন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সদস্য)

সৈয়দ সাব্বির আহমেদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা (সদস্য সচিব)

মুখবন্ধ

সমাজে একজন মানুষের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি ও দক্ষতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো যথাযথ পুষ্টি। পুষ্টিহীনতার কারণে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশু পরিণত বয়সে একজন অপুষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বড় হয়। ফলে তিনি সমাজ ও জাতির উন্নতিতে যথার্থ ভূমিকা রাখতে অক্ষম হন। এর ফলে সরকারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ শুধুমাত্র একক লক্ষ্য হিসেবে নয় বরং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অপুষ্টি দূরীকরণকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে যা রূপকল্প ২০২১, জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ও ২০১৮ সালে প্রণয়নকৃত জাতীয় কৃষি নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮-তে কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষি প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল সবধরনের অপুষ্টি সমস্যার নিরসন করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো হবে।

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টিস্তর উন্নয়ন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর প্রধান লক্ষ্য। বারটান প্রবিধানমালা ২০১৬-এর আলোকে রাজস্ব খাতে পদ সৃজনের পথ ধরে ২০১৭-২০১৮ সালে বারটান-এর জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছর হচ্ছে জনবল নিয়োগের পর প্রথম পূর্ণ অর্থবছর।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের কার্যক্রমে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বারটান-এর ০৭ আঞ্চলিক কার্যালয় পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে, বিভাগীয় কার্যক্রম এখন ০৭ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে বারটান ১৮ হাজার ০২ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা বিগত বছরের দ্বিগুণেরও বেশি। এছাড়া ফলিত পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১২টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বারটান কর্তৃক নির্মিত প্রথম মোবাইল অ্যাপলিকেশন 'আমার পুষ্টি' গুগল প্লে স্টোরে উন্মুক্ত করা হয়েছে। পুষ্টি সংক্রান্ত জাতীয়, আন্তর্জাতিক ফোরামে বারটান গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে অবদান রাখছে।

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ-এর আড়াইহাজার উপজেলায় প্রধান কার্যালয়-সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বারটান এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত সার্বিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ এ বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। বারটান- এর অগ্রগতির তথ্য জানতে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিবেদনটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

ঝরনা বেগম

নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
ইনস্টিটিউট

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ অথবছর

সূচীপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ		বেতার কথিকা
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস		মেলা
ভিশন মিশন		সমন্বিত সহযোগিতামূলক কার্যক্রম দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি মহাপরিকল্পনা সান বিজন্যাস নেটওয়ার্ক ফিল দি নিউট্রিয়েন্ট গ্যাপ জাতীয় পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি উপ কমিটি
কার্যাবলি (আইন অনুযায়ী)		
জনবলের তথ্য		
সাংগঠনিক কাঠামো (ডিজাইন করা হচ্ছে)		
মানবসম্পদ উন্নয়ন (নাটা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ/ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ)		
গবেষণা		
প্রশিক্ষণ		
স্কুল ক্যাম্পেইন		এসডিজি
সেমিনার		ইনোভেশন
প্রকল্প	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	এপিএ (২০১৮-১৯ এর অর্জন এবং ২০১৯-২০ এর অভীষ্ট)
	বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার বিপরীতে আবাদযোগ্য কৃষি জমি প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানের চ্যালেঞ্জ ক্রমশঃ নতুন মাত্রা পাচ্ছে, এবং এর প্রেক্ষিতে জনগণের খাদ্যাভাস পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। বারটান জনগণের খাদ্যাভাস পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ সুষম ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বারটান-এর মূল লক্ষ্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ এবং পুষ্টি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় নির্মাণাধীন বারটান-এর প্রধান কার্যালয় এবং বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা ও রংপুর জেলায় নির্মাণাধীন আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ ৮২ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ১৫টি গবেষণা চলমান রয়েছে, যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১২টি গবেষণা প্রকল্প বারটান-এর নিজস্ব অর্থায়নে বারটান-এর কর্মকর্তাগণ বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় আরো ৩টি গবেষণা প্রকল্প বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তদারকিতে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বরেন্দ্র এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

চলতি অর্থবছরে ১৮ হাজার ০২ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজ কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষাণ কৃষাণী, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের প্রদান করা হয় ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃত করে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠী তথা বস্তিবাসী, গার্মেন্টস কর্মী ও বিদেশগামী শ্রমিকদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪০টি স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৪ হাজার স্কুলছাত্রী অংশগ্রহণ করে। গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভূট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৫২টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারটান কর্তৃক চলতি অর্থবছরে ‘পুষ্টি সম্মেলন’ নামে একটি অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য ‘আমার পুষ্টি’ নামে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপটির ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করে একটি অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়। এই দুইটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক, ইউটিউব) প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষ দেখেছে। খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানব দেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাক-সবজি ও ফলমুলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ৪০টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়। বারটান- আইনের ধারা ০৮-(ঞ) অনুযায়ী ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের

পাঠ্যক্রম প্রণয়নে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারটান পুষ্টি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিও সমূহের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম করে যাচ্ছে। আশা করা যায় বাকটান-এর এ সকল কার্যক্রম পুষ্টি বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতি, উদ্যোগ ও প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে ‘‘ফলিত পুষ্টি প্রকল্প” নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ ‘‘ফলিত পুষ্টি’ প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাশ হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

কার্যাবলী

(ক) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;

(গ) খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা ;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঙ) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(চ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;

(ছ) খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(জ) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঝ) অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঞ) ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন;

(ট) বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহ যথাযথ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন এবং প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(ঠ) প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান;

(ড) পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ঢ) ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(ণ) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন;

সাংগঠনিক কাঠামো

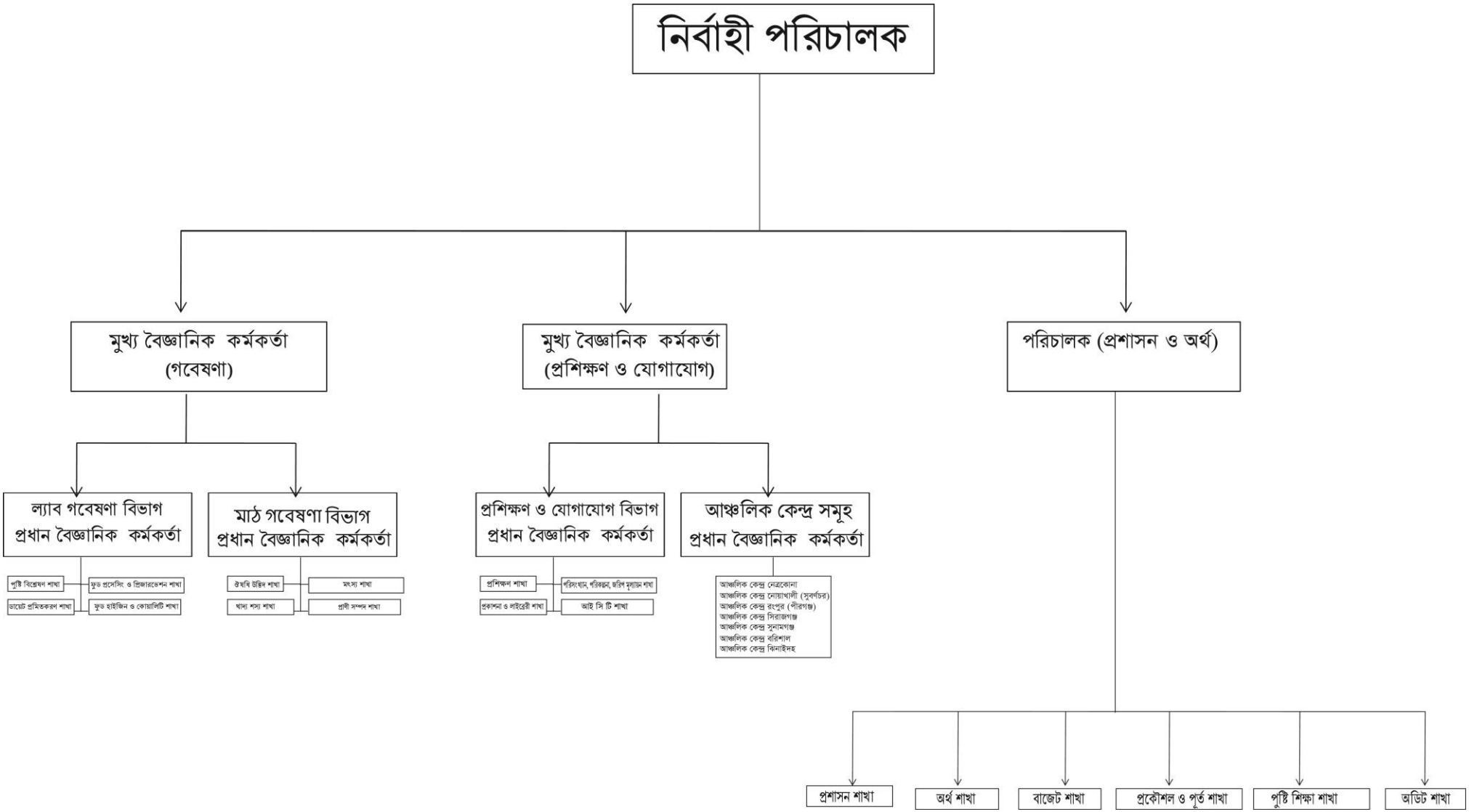

নির্বাহী পরিচালক
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা)
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ল্যাব গবেষণা বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাঠ গবেষণা বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পুষ্টি বিশ্লেষণ শাখা
ফুড প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন শাখা
ডায়েট প্রমিতকরণ শাখা
ফুড হাইজিন ও কোয়ালিটি শাখা
ঔষধি উদ্ভিদ শাখা
মৎস্য শাখা
খাদ্য শস্য শাখা
প্রাণী সম্পদ শাখা
প্রশিক্ষণ শাখা
পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা, জরিপ মূল্যায়ন শাখা
প্রকাশনা ও লাইব্রেরী শাখা
আই সি টি শাখা
আঞ্চলিক কেন্দ্র নেত্রকোনা
আঞ্চলিক কেন্দ্র নোয়াখালী (সুবর্ণচর)
আঞ্চলিক কেন্দ্র রংপুর (পীরগঞ্জ)
আঞ্চলিক কেন্দ্র সিরাজগঞ্জ
আঞ্চলিক কেন্দ্র সুনামগঞ্জ
আঞ্চলিক কেন্দ্র বরিশাল
আঞ্চলিক কেন্দ্র ঝিনাইদহ
প্রশাসন শাখা
অর্থ শাখা
বাজেট শাখা
প্রকৌশল ও পূর্ত শাখা
পুষ্টি শিক্ষা শাখা
অডিট শাখা

জনবলের তথ্য

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
২৫৭	৬১	১৯৬	বারটানের গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকণের লক্ষ্যে ২৫৭টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজনকৃত পদের মধ্যে ১ম ধাপে ৫৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তম্মধ্যে ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী যোগদানের পর ইস্তফা প্রদান করেন। বর্তমানে নতুন নিয়োগকৃত ও পূর্বের নিয়োগ/পদায়ন ও প্রেষণসহ মোট ৬১ জন কর্মরত আছেন। দ্বিতীয় ধাপে ১১৬টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী ৬৫টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৭ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তিনটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
২৫৭	৬১	১৯৬	

পদের নাম ও গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-৩)	১	১	-
পরিচালক (গ্রেড-৪)	১	১	-
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৪)	২	-	২
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৫)	৪	-	৪
অধ্যক্ষ (গ্রেড-৫)	১	১	-
উপ-পরিচালক (গ্রেড-৫)	১	-	১
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৬)	১৭	১২	৫
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক (গ্রেড-৬)	২	১	১
প্রোগ্রামার (গ্রেড-৬)	১	১	-
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৬)	২	-	২
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)	৩৪	১২	২২

পদের নাম ও গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রশিক্ষক (গ্রেড-৯)	৪	-	৪
সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯)	১	-	১
সহকারী পরিচালক (হিসাব, বাজেট ও অডিট) (গ্রেড-৯)	৩	-	৩
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/বিদ্যুৎ (গ্রেড-৯)	২	-	২
জনসংযোগ কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)	১	১	-
সিনিয়র হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১০)	১	১	-
লাইব্রেরীয়ান (গ্রেড-১০)	১	-	১
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-১০)	৩২	৮	২৪
সহকারী প্রশিক্ষক (গ্রেড-১০)	২	-	২
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/বিদ্যুৎ (গ্রেড-১০)	২	-	২
ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১২)	১	-	১
পরিসংখ্যান সহকারী (গ্রেড-১৪)	২	-	২
গ্রন্থাগার সহকারী (গ্রেড-১৪)	২	-	২
হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪)	৯	২	৭
অডিটর (গ্রেড-১৪)	১	-	১
অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী (গ্রেড-১৪)	১	১	০
ফটোগ্রাফার (গ্রেড-১৪)	১	-	১
ক্যাশিয়ার (গ্রেড-১৬)	১	১	-
মাঠ সহকারী (গ্রেড-১৬)	২১	৫	১৬
ল্যাব সহকারী (গ্রেড-১৬)	১৬	-	১৬
ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর (গ্রেড-১৬)	২	১	১
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)	৯	-	৯

পদের নাম ও গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
ভান্ডার রক্ষক (গ্রেড-১৬)	১	১	-
গাড়ী চালক (গ্রেড-১৬)	৯	৮	১
টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬)	২	-	২
ইলেকট্রিশিয়ান (গ্রেড-১৭)	১	-	১
অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)	৩০	৩	২৭
পরিচ্ছন্নতা কর্মী (সাকুল্যে বেতন)	১২	-	১২
নিরাপত্তা প্রহরী (সাকুল্যে বেতন)	১৮	-	১৮
বাবুর্চি (সাকুল্যে বেতন)	১	-	১
মালি (সাকুল্যে বেতন)	২	-	২
মোট =	**২৫৭**	**৬১**	**১৯৬**

শূন্য পদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৪৭	৩০	৫৯	৬০	১৯৬

পাদটীকাঃ (ক) বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিগত ১১.০৫.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ২৫৭টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে।

(খ) সৃজনকৃত পদের মধ্যে বিলুপ্ত বোর্ডে নিয়োজিত ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১টি এবং গবেষণা সহকারী'র-০৫টি পদ অর্ন্তভুক্ত না থাকার কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় পদসৃজনের সম্মতিপত্রের শর্তাবলী (ঘ) অনুযায়ী বিলুপ্ত বোর্ডে নিয়োজিত ০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১টি ও গবেষণা সহকারী-০৫টি) নবসৃষ্ট পদসমূহের সমস্কেলে সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
১	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	ফারজানা রহমান ভূঞা	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
২		তাসনিমা মাহজাবীন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
৩		মোঃ মাকছুদুল হক	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Public Procurement Procedure (PPP)	০১ হতে ১৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১৫	নাটা, গাজীপুর
৪		এ. কে. এম. মোস্তফা কামাল হাবিব	প্রোগ্রামার	Innovation in Public Service	২৮ অক্টোবর হতে ০১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Digital Service Design Lab	২২ হতে ২৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
৫		রওনক জান্নাত জেনী	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Hands on Training on the Microbiological Examination of Food And Water	২২ হতে ২৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	সিএআরএস, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়
৬		প্রিন্স বিশ্বাস	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Civil case, NIS, RTI, SDGx, APA and Management of Agriculture Rules & Regulation	২৭ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				ToT on Teaching Methods/Techniques	১৭ হতে ২২ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Digital Service Design Lab	২২ হতে ২৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Good Agricultural Practice (GAP)	১৮ হতে ২২ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
				Production and post-harvest management of horticultural crops	২৫ হতে ২৯ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	বারি, গাজীপুর
৭		মোঃ শরিফুল ইসলাম	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Value Chain Management of Economically Importantce Horticultural Crops in Bangladesh	০১ হতে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Public Financial Management	১০ হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Production Technologies, storage and Processing of tuber crops	১০ হতে ১৪ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	বারি, গাজীপুর
৮		গোলাম ছগির আহাম্মদ	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Basic Course on Qualitative Research Methodology	০৪ হতে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	১৫	ICDDRB, ঢাকা
				Public Procurement Procedure (PPP)	১৬ হতে ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	১০	নাটা, গাজীপুর
৯		ইলোরা পারভীন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ToT on Teaching Methods/Techniques	২৪ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Public Procurement Procedure (PPP)	১৬ হতে ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	১০	নাটা, গাজীপুর
				Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
১০		মোঃ সামসুজ্জোহা	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Innovation in Public Service	২৮ অক্টোবর হতে ০১ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Food Processing and Preservation Techniques	১৩ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Public Procurement Partnership (PPP)	১৬ হতে ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১০	নাটা, গাজীপুর

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
				Good Agricultural Practice (GAP)	১৮ হতে ২২ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Production and post-harvest management of horticultural crops	২৫ হতে ২৯ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	বারি, গাজীপুর
১১		সৈয়দ সাব্বির আহমেদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা	Modern Office Management	১১ হতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১০	নাটা, গাজীপুর
				Good Governance	২০ হতে ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
১২	আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী	ড. মোহাম্মদ জহির উল্লাহ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Project Appraisal and Formulation of Development Project Proformance	২১ হতে ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Value Chain Management of Economically Importantce Horticultural Crops in Bangladesh	২৭ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Climate Smart Agriculture	২৯ হতে ৩১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২	বিএআরসি
১৩		মোহাম্মদ ওমর ফারুক	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Food Processing and Preservation Techniques	১৩ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Advance ICT Management	১৬ হতে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১৫	নাটা, গাজীপুর
১৪		মোঃ লুৎফুর রহমান	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	১৬ হতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Fundamental Training	০৫ মার্চ হতে ০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২৮	আরপিএটিসি, ঢাকা

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
১৫	আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	ড. মোঃ আঃ মজিদ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Climate Change and Food Security	০৬ হতে ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Climate Change and Agro-Forestry	২৪ হতে ২৫ মার্চ ২০১৯	২	বিএআরসি
১৬		মোরসালীন জেবীন তুরিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	১৬ হতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Climate Smart Agriculture	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Food Processing and Preservation Techniques	১৩ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Eco-Friendly Plant Protection Technique	১৫ হতে ১৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
১৭		নূরুন নবী	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৯ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				E-nothi	০৭ হতে ১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	আরপিএটিসি, ঢাকা
১৮	আঞ্চলিক কার্যালয়, ঝিনাইদহ	মোঃ নূর আলম সিদ্দিকী	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Value Chain Management of Economically Importantce Horticultural Crops in Bangladesh	২৭ হতে ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Climate Smart Agriculture	২৯ হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২	বিএআরসি
১৯		সোনিয়া শারমিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Food Processing and Preservation Techniques	২৯ মার্চ হতে ০৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৬	নাটা, গাজীপুর

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
				Farm Mechanization and Conservation Techniques	১২ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৬	বারি, গাজীপুর
২০		মোঃ শহিদুল ইসলাম	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Advance ICT Management	০১ হতে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১৫	নাটা, গাজীপুর
				Fundamental Training Course	০৭ জানুয়ারি হতে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	২৮	আরপিএটিসি, ঢাকা
২১		ড. মোঃ ছাদেকুল ইসলাম	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Training on Introduce HYV Potato and sweet varieties and production technology	২৭ জুন ২০১৯	১	বারি, গাজীপুর
২২	আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	মোঃ মারুফুর রহমান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Advance Training of Biotechnology	০৪ হতে ১৩ মার্চ ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	১০	ন্যাশলাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী
				Training on Introduce HYV Potato and sweet varieties and production technology	২৭ জুন ২০১৯	১	বারি, গাজীপুর
২৩		মোঃ রাশেদুল ইসলাম	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	BARI developed varieties and Technology sharing Training	২৭ জানুয়ারি ২০১৯	১	বারি, রংপুর
				Fundamental training Course	০৬ মে হতে ০২ জুন ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২৮	আরপিএটিসি, ঢাকা
				Office Management and ICT Course	০১ হতে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	১২	আরপিএটিসি, ঢাকা

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
২৪	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	ড. মোঃ জামাল হোসেন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Disaster Management in Agriculture	২৫ হতে ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				Value Chain Management of Economically Importantce Horticultural Crops in Bangladesh	২৭ হতে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
২৫		ফারজানা ছিমি	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Food Processing and Preservation Techniques	১৩ হতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
				ToT on Teaching Methods/Techniques	২৪ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
২৬		মোঃ বেলাল হোসেন	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৬ হতে ৩০ মে, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
৬৬	আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোনা	ড. মোছাঃ আলতাফ-উন-নাহার	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
				Value Chain Management of Economically Importantce Horticultural Crops in Bangladesh	০২ হতে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
৬৭		মোঃ মুশফিকুছ সালেহিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Basic Course on Qualitative Research Methodology	০৪ হতে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	১৫	আইসিডিডিআরবি, ঢাকা
৬৮				ToT on Teaching Methods/Techniques	১৮ হতে ২২ মার্চ, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
৬৯		সাদ্দাম হোসেন	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা

ক্রমিক	কার্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠান
৭০				Food Security	০৩ হতে ০৭ মার্চ, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	নাটা, গাজীপুর
৭১		সীমা	মাঠ সহকারী	Conduct and Discipline Course	২১ হতে ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	আরপিএটিসি, ঢাকা
৭২	আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	ডঃ মোঃ আদুর রাজ্জাক	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Food Based Nutrition (Applied Nutrition)	২৩ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	বারটান, ঢাকা
৭৩				Hands on Training on the Microbiological Examination of Food And Water	২২ হতে ২৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	৫	সিএআরএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭৪		অলিউল্লাহ আল নোমান	মাঠ সহকারী	Fundamental Training course	০৫ হতে ২৬ মে ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২২	পিএটিসি, সাভার, ঢাকা

ইন-হাউজ ট্রেনিং

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারির কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ঢাকায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করা হয়েছিল । উক্ত প্রশিক্ষণ-এ বারটান প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ২০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষণের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী আবদুর রায়হান, উপ-সচিব, প্রশিক্ষণ সেশন, কৃষি মন্ত্রণালয়। ই-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ খুরশেদ আলম খান, ডোমেইন বিশেষজ্ঞ এবং মোঃ মহসিন মৃধা, উর্ধ্বতন সহকারি সচিব, এ টু আই প্রোগ্রাম। এছাড়াও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, দক্ষতা উন্নয়ন, এ টু আই প্রোগ্রাম এবং ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, উপ-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিতোষ চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়াও বারটান-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন।

বারটান কর্তৃক ইন হাউজ প্রশিক্ষণ-এর তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)
১	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা	২০ অক্টোবর, ২০১৮	১
২	ই-নথি	০৬-০৭ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২
৩	ই-নথি	০৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি:	১
৪	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা	২৬-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২
৫	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বিষয়ক কার্যাবলী ও অফিস ব্যবস্থাপনা	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি:	১
৬	নথি লিখন পত্র প্রস্তুত ও ডিজিটাল নথি খোলা	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি:	১
৭	অফিস ব্যবস্থাপনা ও অফিস শৃঙ্খলা	২৯-৩০ জুন, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত	২

গবেষণা

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফলিত পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বারটান-এর রাজস্ব খাতের অর্থায়নে চলমান এই গবেষণা প্রকল্পগুলো প্রধান কার্যালয় সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ১২টি গবেষণা প্রকল্প ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় ভৌগলিকভাবে পুষ্টি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চল এবং বরেন্দ্র অঞ্চল-এর তিনটি গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। এই গবেষণা কার্যক্রমের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল:

গবেষণার শিরোনাম: Promotion on Nutrient enriched vegetables (Radish and Cabbage) in lean period in char and haor area of Bangladesh

লক্ষ্য: বছরজুড়ে টাটকা এবং শুকনো পুষ্টিকর সবজি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ প্রচলনের মাধ্যমে চর ও হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

গবেষণা এলাকা: সিরাজগঞ্জ ও নেত্রকোনা।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯।

গবেষণার শিরোনাম: Assessment of Nutritional Status of Adolescent girls in selected School and College of Dhaka City

লক্ষ্য: ঢাকার স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের স্তর, মনোভাব, অনুশীলন খতিয়ে দেখা এবং তাদের খাদ্যাভাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

গবেষণা এলাকা: ঢাকা

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনাম: Dietary pattern and physical activity level of rickshaw pullers in Dhaka City

লক্ষ্য: ঢাকা শহরের রিকশাচালকদের খাদ্যাভাসের বৈচিত্র্য, ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ, পুষ্টিস্তর, পানির অভিগম্যতা, পরিচ্ছন্নতা এবং শারীরিক পরিশ্রমের স্তর মূল্যায়ন।

গবেষণা এলাকা: ঢাকা

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনাম: The effect of Mother’s nutritional-hygienic knowledge and behavior on children’s dietary intake

লক্ষ্য: শিশুর খাদ্যাভাস ও পুষ্টিস্তরের উপর মায়ের পুষ্টিজ্ঞান ও আচরণের প্রভাব নিরূপণ।

গবেষণা এলাকা: ঢাকা

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনাম: Effect of Community based home gardening and nutrition education on vulnerable groups and intervention study.

লক্ষ্য: রংপুর অঞ্চলে অপুষ্টির অন্তর্হিত কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং উত্তম কৃষি চর্চা (good agriculture practice-GAP), খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুষ্টিস্তরের উন্নয়ন সাধন।

গবেষণা এলাকা: রংপুর বিভাগ।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনাম: Conservation of Indigenous Herbaceous and Semi-Woody Medicinal Plant and their Improvement under Pot Condition.

গবেষণা এলাকা: বারটান আঞ্চলিক কেন্দ্র, বরিশাল

লক্ষ্য: ক. বরিশাল অঞ্চলের স্থানীয় ঔষধি উদ্ভিদ সংরক্ষণ।

খ. গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষিত ঔষধি উদ্ভিদের ঔষধি গুণবৃদ্ধি।

গ. উচ্চমূল্যের ঔষধি উদ্ভিদ চিহ্নিত করা।

ঘ. ঔষধি উদ্ভিদ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

ঙ. বাণিজ্যিকভাবে ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

চ. ভবিষ্যত গবেষণার লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরি।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯।

গবেষণার শিরোনাম: Improving nutritional status though homestead gardening in the Jamuna's Char area in Sirajganj district.

লক্ষ্য: ক. বসতবাড়িতে বাগান (Homestead Gardening) তৈরির মাধ্যমে যমুনার চর এলাকায় পুষ্টিস্তরের উন্নয়ন।

খ. বাছাই করা উপকারভোগীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ।

গ. উত্তম কৃষি চর্চা (GAP), জীবিকা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্তরের উন্নয়ন।

ঘ. গৃহস্থালি পর্যায়ে পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নয়ন যার ফলস্বরূপ অপুষ্টির মাত্রা হ্রাস পাবে।

ঙ. উন্নত পুষ্টির জন্য কৃষিভিত্তিক খাদ্যগ্রহণ বিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন।

গবেষণা এলাকা: সিরাজগঞ্জ

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনাম: Effect of nutrition intervention among adolescent girls in Sunamganj District

লক্ষ্য: ক. ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুধার হার হ্রাস এবং পুষ্টি নিরাপত্তার উন্নতিসাধনের পাশাপাশি বাড়ি/স্কুলে টেকসই কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

খ. জেন্ডার/নারী ক্ষমতায়ন।

গ. পুষ্টিবান্ধব কৃষি উৎপাদন ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গৃহস্থালি পর্যায়ে পুষ্টিস্তরের উন্নয়ন এবং খাদ্যের উত্তম ব্যবহার (Enhanced food utilization) নিশ্চিতকরণ।

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিস্তর উন্নয়নে প্রদত্ত খাদ্যে অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য প্রদানে গুরুত্ব আরোপ এবং বৈচিত্র্য নিশ্চিতকরণ।

ঙ. অ্যানথ্রোপমেট্রিক ডাটা (ওজন, উচ্চতা, বিএমআই-বডি মাস ইনডেক্স) সংগ্রহের মাধ্যমে পুষ্টিস্তর নিরূপণ।

চ. উপকারভোগীদের ২৪ ঘণ্টার খাদ্য গ্রহণের তথ্য সরংক্ষণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তাদের জ্ঞানের স্তর পর্যবেক্ষণ।

ছ. স্বাস্থ্য বিষয়ে উপকারভোগীদের জ্ঞানের স্তর পর্যবেক্ষণ এবং জীবনাচরণ সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ।

জ. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ।

গবেষণা এলাকা: সুনামগঞ্জ

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনামঃ Identification of Dietary Patterns and Nutritional status of young adults in Birishiri, Netrokona

লক্ষ্য : বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের খাদ্যাভাসের প্রধান ধরনগুলো চিহ্নিতকরণ।

গবেষণা এলাকা: নেত্রকোনা।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯।

গবেষণার শিরোনাম: Nutritional status assessment among adolescent in Netrokona district of Bangladesh

লক্ষ্য: নেত্রকোনা জেলার কিশোর-কিশোরীদের (Adolescent) পুষ্টিস্তর নিরূপণ যা জেলার জনসংখ্যার একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্বশীল। এছাড়া এই গবেষণা প্রকল্পে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার পুষ্টি সম্পর্কিত সমস্যা ও এর মাত্রা এবং সমাধানের পথ নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা: নেত্রকোনা।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯।

গবেষণার শিরোনাম: Proper Food and Nutrition Consumption and Good Health through Agro-based sources of 'Shawtal and other Tribal peoples' in the Barind area

লক্ষ্য:ক. বরেন্দ্র এলাকায় কৃষিভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্নয়ন সাধন।

খ. উন্নত পুষ্টির লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্নয়ন।

গ. শুদ্ধ ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিতে রান্না পদ্ধতির প্রচলন।

ঘ. উপকারভোগীদের কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণগুলো চিহ্নিতকরণ।

গবেষণা এলাকা: রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের বাছাই করা জেলা।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯।

গবেষণার শিরোনাম: Enhancing Nutritional Security by Homestead Gardening in the Marjat Baor's area at Kaligonj in Jhenaidah

লক্ষ্য:ক. ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মরজাত বাওড় অঞ্চলে হোমস্টিড গার্ডেনিং জনপ্রিয় করে তোলা।

খ. বাছাই করা উপকারভোগীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ।

গ. উপকারভোগীদের পুষ্টিস্তর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ।

ঘ. অপুষ্টি দূরীকরণে গৃহস্থালি পর্যায়ে পুষ্টিজ্ঞানের উন্নয়ন।

গবেষণা এলাকা: ঝিনাইদহ।

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯।

গবেষণার শিরোনাম: Increasing Food and Nutrition Security at Chittagong Hill Tracts (CHT) Homestead Area of Bangladesh.

লক্ষ্য: ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম হোমস্টিড এলাকায় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা।

খ. কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের হোমস্টিড এলাকায় পুষ্টি জ্ঞানস্তরের উন্নয়ন।

গ. উন্নত ও নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি ও টেকসই কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী ও শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা স্তরের উন্নয়ন।

গবেষণা এলাকা: রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১।

গবেষণার শিরোনাম: Increasing family income and nutrition through the intervention of modern agro technologies.

লক্ষ্য: আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নোয়াখালী জেলার বাছাই করা এলাকায় কৃষি পরিবারের আয় ও পুষ্টি স্তরের উন্নয়ন।

গবেষণা এলাকা: নোয়াখালী

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯

গবেষণার শিরোনাম: Increasing Food and Nutrition Security at Sunamganj Haor Homestead Area of Bangladesh

লক্ষ্য: ক. বাড়ীর আঙ্গিনায় শাকসবজি ও পুষ্টি সমৃদ্ধ গাছ লাগানোর ফলে কৃষকগণ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে উৎসাহিত হবে।

খ. প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে নারী ও কিশোর কিশোরীদের সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষিত করা হলে তাঁদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন হবে এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হ্রাস পাবে।

গ. উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (চারা-কলম উৎপাদন ও বিক্রয়) নিয়োজিত করলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার সম্ভব হবে এবং নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণে কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টির কার্যক্রম গড়ে উঠবে।

গবেষণা এলাকা: রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান

গবেষণার সময়কাল: জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯

প্রশিক্ষণ

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বারটান প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়, বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৮০০২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বারটান দুই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর একটি হলো প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং অপরটি হলো পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ । ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ০৩ (তিন) দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বারটান আয়োজন করে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণে জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণী অংশগ্রহণ করেন।

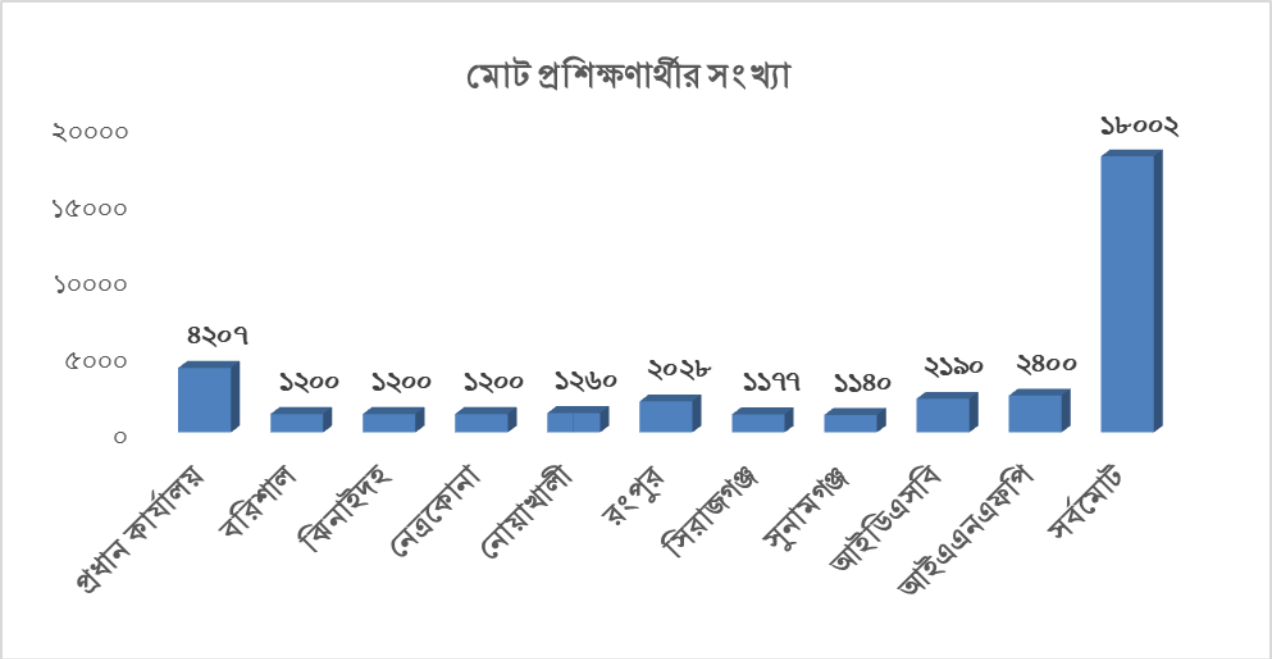

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বারটান প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়, বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় সর্বমোট ১৮০০২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছিল এবং এর মধ্যে ১১৭০১ জন পুরুষ (৬৫%) এবং ৬৩০১ জন নারী (৩৫%) প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

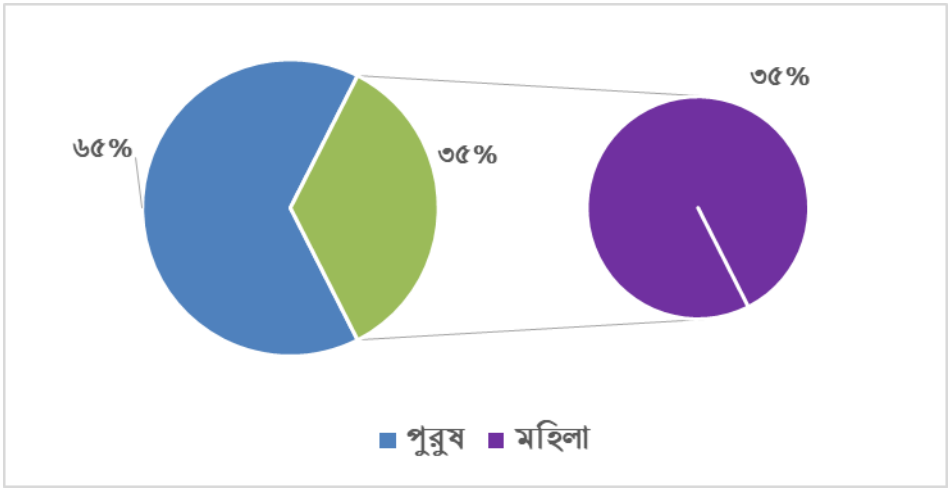

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বারটান প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় সর্বমোট ১৩৪১২ জনকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮৯৭২ জন পুরুষ এবং ৪৪৪০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

বারটান-এর রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত মোট প্রশিক্ষণ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	কার্যালয়	পুরুষ	নারী	প্রশিক্ষণার্থী
১	প্রধান কার্যালয়	২৭৩৫	১৪৭২	৪২০৭
২	বরিশাল	৭৮০	৪২০	১২০০
৩	ঝিনাইদহ	৮৬৫	৩৩৫	১২০০
৪	নেত্রকোনা	৯০৫	২৯৫	১২০০
৫	নোয়াখালী	৮১৯	৪৪১	১২৬০
৬	রংপুর	১৩৬২	৬৬৬	২০২৮
৭	সিরাজগঞ্জ	৭৬৫	৪১২	১১৭৭
৮	সুনামগঞ্জ	৭৪১	৩৯৯	১১৪০
সর্বমোট		**৮৯৭২**	**৪৪৪০**	**১৩৪১২**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)-এর আওতায় সর্বমোট ২৪০০ জনকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ১২১৯ জন পুরুষ এবং ১১৮১ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-এর অধীনে বিভিন্ন দপ্তরের (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর-এর দপ্তরসমূহ ইত্যাদি কর্মকর্তাদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ (Training of Trainers-ToT) পরিচালনা করা হয়েছে যার মধ্যে ১১৬ জন পুরুষ এবং ১৮৪ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী। মোট ১০৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, ইমাম-কে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১৮ জন পুরুষ এবং ৫৩২ জন নারী। এছাড়া, ১০৫০ কিষাণ-কিষাণী-কে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫৮৫ জন পুরুষ এবং ৪৬৫ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) বাস্তবায়িত মোট প্রশিক্ষণ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

অংশগ্রহণকারী	পুরুষ	নারী	প্রশিক্ষণার্থী
বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা	১১৬	১৮৪	৩০০
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মী ও অন্যান্য	৫১৮	৫৩২	১০৫০
কিষাণ-কিষাণী	৫৮৫	৪৬৫	১০৫০
সর্বমোট	**১২১৯**	**১১৮১**	**২৪০০**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় মোট ২১৯০ জন-কে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫১০ জন পুরুষ ও ৬৮০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-এর অধীনে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ (Training of Trainers-ToT) পরিচালনা করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৪৩ জন পুরুষ এবং ১৪৭ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী। ৭৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, ইমাম-কে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫২০ জন পুরুষ এবং ২৩০ জন নারী। এছাড়া, ৭৫০ জন কিষাণ-কিষাণী-কে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৪৭ জন পুরুষ এবং ৩০৩ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত মোট প্রশিক্ষণ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

অংশগ্রহণকারী	পুরুষ	নারী	প্রশিক্ষণার্থী
বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা	৫৪৩	১৪৭	৬৯০
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মী ও অন্যান্য	৫২০	২৩০	৭৫০
কিষাণ-কিষাণী	৪৪৭	৩০৩	৭৫০
সর্বমোট	**১৫১০**	**৬৮০**	**২১৯০**

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট, বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে সর্বমোট ১৮০০২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ১১৭০১ জন পুরুষ এবং ৬৩০১ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। উল্লেখ্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছর-এ সর্বমোট ৮৩৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৫০৯৯ জন পুরুষ এবং ৩২৯৭ জন নারী। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭৭৮৫ জন এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬৭৪২ জনকে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ গৃহিত প্রকল্পসমূহের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে সর্বমোট ১৮০১০ জনকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায় এর কর্মকর্তা/মাঠ কর্মী, এনজিও কর্মী, ইমাম/পুরোহিত এবং কৃষাণ-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সংখ্যা (বছরভিত্তিক)

অর্থবছর	পুরুষ	নারী	প্রশিক্ষণার্থী
২০১৮-২০১৯	১১৭০১	৬৩০১	১৮০০২
২০১৭-২০১৮	৫০৯৯	৩২৯৭	৮৩৯৬
২০১৬-২০১৭	-	-	৭৭৮৫
২০১৫-২০১৬	-	-	৬৭৪২

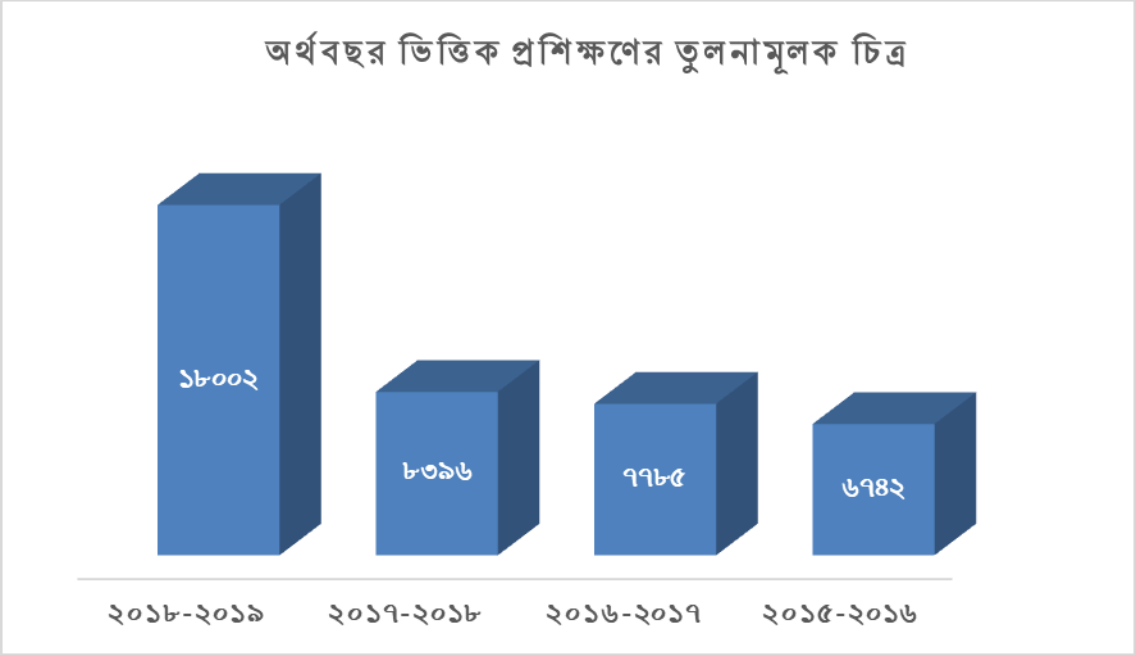

উল্লেখ্য, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বারটান-এর নতুন জনবল নিয়োগ হওয়ায় এবং ৭ টি আঞ্চলিক কার্যালয় (বরিশাল, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী, পীরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ) চালু হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কুল ক্যাম্পেইন কার্যক্রম

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি হচ্ছে সারা দেশব্যপী স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা। বারটান-এর রাজস্ব খাত ও সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) যৌথভাবে এ স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে থাকে। মূলত এ স্কুল ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামে কিশোরীদেরই পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কারণ এই কিশোরীকাল জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্ব। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণের মধ্যবর্তী সময়কে (১০-১৯ বছর) কিশোরীকাল বলা হয়। এই সময় তাদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। কিশোরীদের শরীরের মোট উচ্চতার ১০-২০% এবং মোট ওজনের ২৫-৫০% এই সময় বৃদ্ধি পায়। তাই এই সময়ে পুষ্টির চাহিদা পূরণ সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে বারটান বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে থাকে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ৫৫টি স্কুলে ৫৫০০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে। এর আগে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৫টি স্কুলে ৪৫০০ জন শিক্ষার্থীদের এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬টি স্কুলে ৬০০ জন শিক্ষার্থীদের এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টি স্কুলে ৩০০০ জন শিক্ষার্থীদের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ৬০টি স্কুলে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

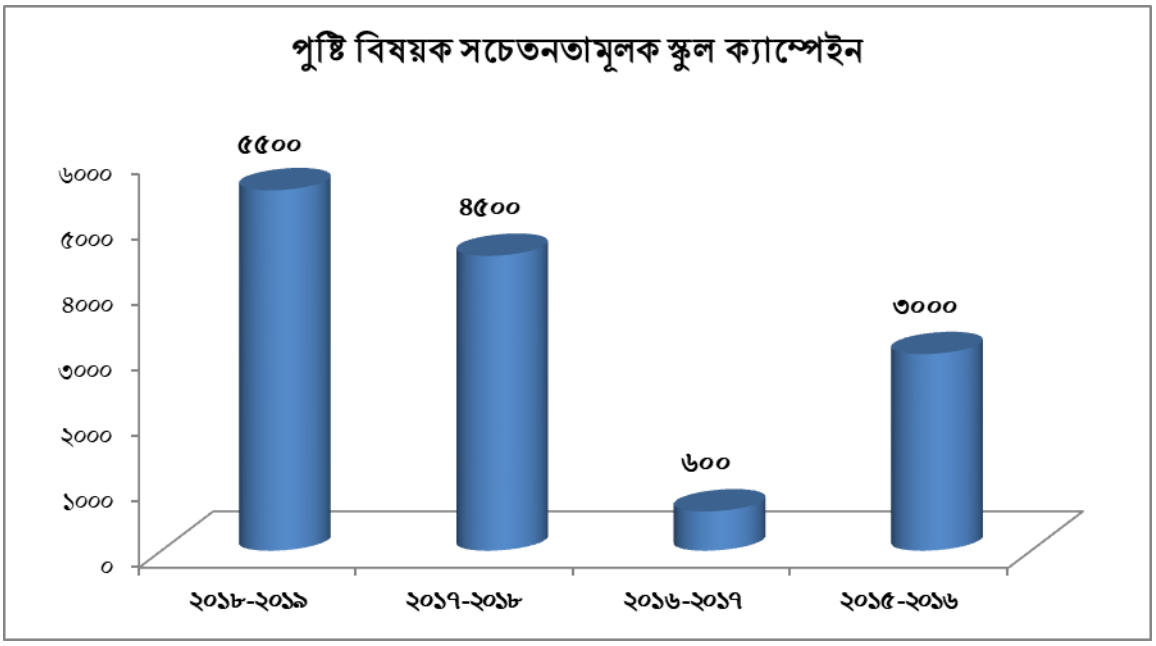

প্রাক্তন ছিটমহলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) দেশের জনগনের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-এর আযোজন করে থাকে। পুষ্টিস্তর উন্নয়নের একটি বড় বাধা জনগণের মধ্যে অসচেতনতা ও পুষ্টি জ্ঞানের অভাব। বারটান-এর চলমান বিভিন্ন খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রাক্তন ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ছিটমহল হলো বাংলাদেশ ও ভারতের এক দেশের সীমানা সম্পূর্ণ ভিতরে বিছিন্ন ভাবে থেকে যাওয়া অন্য দেশের ভূখন্ড। এই যাবৎ মোট ১১১টি ছিটমহল চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে ১৬টি ছিটমহল অবস্থিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলা হচ্ছে সবচেয়ে দারিদ্রপ্রবণ জেলা। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অপুষ্টির হার যে সকল স্থানে বিদ্যমান তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই জেলা। বাংলাদেশ পুষ্টি প্রোফাইল-২০১৯ সালের রিপোর্টে উল্লেখিত যে, রংপুর বিভাগে খর্বকায় ৪৪% যেখানে কুড়িগ্রামে ৪৭% এবং কৃশকায় রংপুর বিভাগ ও কুড়িগ্রামে যথাক্রমে ৯% ও ১৪%। বারটান-এর রংপুর বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয়-পীরগঞ্জ-এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার দাশিয়ারছড়ায় বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করেছিল। প্রাথমিকভাবে ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যাভাস, দেশীয় পুষ্টিকর খাবার (যেমন- ফল, শাক-সবজি), খাবারের পুষ্টিমান সংরক্ষণ করে রান্না তথা পুষ্টির অপচয় রোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিয়য়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের দৈনন্দিন/প্রাত্যহিক জীবনে সুস্থ, সবল ও কর্মক্রম রাখতে সহায়তা করবে ।

প্রবাসী শ্রমিক

আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের অন্যতম শ্রমিক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ স্বীকৃত। বিদেশে দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ অধিবাসী শ্রমিক প্রেরণ কেবল জাতীর আয়েকেই বৃদ্ধি করেনি বরং ব্যক্তি ও পরিবারের সঠিক উন্নতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ আবদান। বর্তমানে ১৬৮ টি দেশে প্রায় এক কোটি অভিবাসী শ্রমিক কাজ করছে। বিগত ৫ বছরে (২০১৪-২০১৮) ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ০২ জন কর্মী বিদেশে গমন করেছে এবং এ সময়ে অর্জিত রেমিট্যান্স ৭২,৮৪৭.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা আমাদের দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় হয়ে থাকে তথা দেশের উন্নতিতে এই রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাদের অবদান অপরিসীম সেই প্রবাসী কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যুর হার প্রতি বছরই বাড়ছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ জন শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে আসছে। এবছরের আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে এসেছে ২৬১১ টি মৃতদেহ। এর মধ্যে প্রথম ৬ মাসে মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশই মারা গেছে স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে। পরিসংখ্যান বলেছে, আগের বছরের তুলনায় ২০১৮ সালে প্রবাসী মৃত্যু বেড়েছে প্রায় ১২ শতাংশ। যদিও এটা দেশে ফেরত আসা উক্ত শ্রমিকের মরদেহের হিসাবমাত্র। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব শ্রমিকের অধিকাংশেরই বয়স ২৫-৩৫ বছরের মধ্যে। অতিরিক্ত কাজের চাপ (দৈনিক ১২-১৮ ঘন্টা), কম ঘুম, উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার, অপর্যাপ্ত ও অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং শারীরিক ব্যায়াম না করার প্রবণতার জন্যই শ্রমিকরা বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে (স্ট্রোক, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস প্রভৃতি) আক্রান্ত হচ্ছে, যা তাদের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-এর আযোজন করে থাকে। পুষ্টিস্তর উন্নয়নের একটি বড় বাধা জনগণের মধ্যে অসচেতনতা ও পুষ্টি জ্ঞানের অভাব। বারটান চলমান বিভিন্ন খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে প্রবাসী শ্রমিকদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় বারটান সর্বমোট প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ৬১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৪৬৪ জন পুরুষ এবং ১৪৯ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ০১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমন- শেখ ফজিলাতুনন্নেছা মুজিব টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাদেশ কোরিয়ান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং বাংলাদেশ জার্মান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শ্রমিকদের বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যাভাস, দেশীয় পুষ্টিকর খাবার (যেমন- ফল, শাক-সবজি), খাবারের পুষ্টিমান সংরক্ষণ করে রান্না তথা পুষ্টির অপচয় রোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিয়য়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের দৈনন্দিন/প্রাত্যহিক জীবনে সুস্থ, সবল ও কর্মক্রম রাখতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় আয়ের অংশীদার এই প্রবাসী শ্রমিক যাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও যথোপযুক্ত করতে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অপরিসীম। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) -এর এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তৈরি পোশাক শ্রমিক

বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন শেষে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ১৯০৯ মার্কিন ডলার। এই বিস্ময়কর উত্থানের পেছনে সরকারের দুরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি বেসরকারি খাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের বিকাশ প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮১-৮২ সালে মোট রপ্তানি আয়ে এই খাতের অবদান ছিল মাত্র ১.১%। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৩৬৬৭ কোটি মার্কিন ডলার যার মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের অবদান ৩০৬১ কোটি মার্কিন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮১.৬৩ শতাংশ। এই তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এই শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর ভর করেই বাংলাদেশ একের পর এক উন্নয়নের মাইলফলক অর্জন করছে। এই শ্রমঘন খাতের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের অনেক সুযোগ রয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ Occupational Safety and Health In Bangladesh: National Profile- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর কাছে দেয়া এক প্রতিবেদনে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়। সেখানে অন্যান্য সমস্যার মধ্যে অপুষ্টি ও এর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রোগের বিস্তৃতি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করা, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অবহেলা প্রভৃতি। আইসিডিডিআরবি-এর এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই শিল্পের কর্মরত ৮০ শতাংশ শ্রমিক রক্তস্বল্পতায় ভুগছে।

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)। পুষ্টিস্তর উন্নয়নে একটা বড় বাধা এই বিষয়ে জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশের মধ্যে অসচেতনতা ও জ্ঞানের অভাব। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বারটান তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরের ৯ম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। চলতি অর্থবছরে তৈরি পোশাক শ্রমিকদেরও এই প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে যার শুরু বিগত বছরের নভেম্বর

মাসে। জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি সাধন। তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত মোট শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশেরও বেশি নারী তাই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করছে।

প্রাথমিকভাবে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য ০১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় বারটান সর্বমোট প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ১৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর মধ্যে ১২ জন পুরুষ এবং ১৪০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শ্রমিকদের বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যাভ্যাস, সুলভ উচ্চমান সম্পন্ন পুষ্টিকর খাবার (যেমন দেশীয় ফল, মাশরুম), খাবারের পুষ্টিমান সংরক্ষণ করে রান্না তথা পুষ্টির অপচয় রোধ বিষয়ে ধারনা প্রদান করা হচ্ছে। পুর্বোল্লিখিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এর প্রতিবেদনে বলা হয়, যে শ্রমিকদের বড় একটা অংশ ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে ভুগে থাকে যার প্রধান কারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অসচেতনতা। বারটান পরিচালিত এই প্রশিক্ষণে WASH (Water, Sanitation, Hygiene) বিষয়ে সচেতন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা তাদের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। বারটান আশা করে তৈরি পোশাকখাতের শ্রমিকদের মধ্যে পুষ্টিজ্ঞানের সম্প্রসারণ সর্বোপরি জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বস্তিবাসী

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ প্রত্যাশিত হারে না হওয়ায় মানুষ শহরমুখী, যার ফলে শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব সার্বিক জনসংখ্যার ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭৪ সালে পরিচালিত প্রথম আদমশুমারি শেষে দেখা গিয়েছিল মোট ৬২ লাখ মানুষ শহরে বাস করে যা ছিল মোট জনসংখ্যার ০৯ শতাংশ। ২০১১ সালে পরিচালিত সর্বশেষ আদমশুমারিতে দেখা যায় ৩.৫ কোটির বেশি মানুষ এখন নগরবাসী যা মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা গ্রামীণ জনসংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। প্রতি ১০ জন নগরবাসীর মধ্যে ৬ জনেরই বাস বস্তিগুলোতে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ঢাকা মহানগরে বস্তিবাসীর হার সর্বোচ্চ। অস্বাস্থ্যকর ও ঘিঞ্জি এলাকায় এই ব্যাপক সংখ্যক মানুষের বসবাস বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি করে। দারিদ্রসহ বিভিন্ন কারণে ব্যাপক অপুষ্টিহীনতায় ভুগছে বস্তিবাসীরা। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ৪৪ শতাংশ বস্তিবাসী শিশু খর্বকায় এবং প্রতি ৫টি শিশুর মধ্যে ১ জন তার উচ্চতার তুলনায়

কৃশকায়। গবেষণায় আরো দেখা যায় ১৪-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের প্রায় ৪১ শতাংশ তাদের উচ্চতার তুলনায় কৃশকায়।

অপুষ্টি জনিত এসকল সমস্যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং অসচেতনতা। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)। বারটান তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তরের ৯ম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে বারটান শহরে বস্তিগুলোকে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিগুলোতে ০১দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় বারটান সর্বমোট প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ১২৪ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে বস্তিবাসীদের বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যাভ্যাস, সুলভ উচ্চমান সম্পন্ন পুষ্টিকর খাবার (যেমন দেশীয় ফল, মাশরুম), খাবারের পুষ্টিমান সংরক্ষণ করে রান্না তথা পুষ্টির অপচয় রোধ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনাগুলো দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বস্তিবাসীদের বড় একটা অংশ ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে ভুগে থাকে যার প্রধান কারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অসচেতনতা। বারটান পরিচালিত এই প্রশিক্ষণে WASH (Water, Sanitation, Hygiene) বিষয়ে সচেতন করা হয়ে থাকে।

বস্তিবাসীর অপুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়েই সমাধান করা সম্ভব নয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তৃতি এবং পুষ্টি বিষয়ক সরকারি কর্মসূচিগুলোতে বস্তিবাসীদের অধিকতর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে এই প্রশিক্ষণ একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রূপকল্প ২০২১, বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর পুষ্টি সংক্রান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে বস্তিবাসীর মধ্যে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিস্তৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলেই মনে করে বারটান।

বারটান আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যাভাস ও সুস্বাস্থ্য, মৎস্য ও পুষ্টি, প্রাণি সম্পদ ও পুষ্টি এবং পুষ্টি বিষয়ক তথ্য ও নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ৪০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে। সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিক্ষক/শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অংশীজনেরা অংশগ্রহণ করেন।

বারটান প্রস্তাবিত ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রির পাঠ্যক্রম প্রণয়নে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮-তে Curriculum Development of Proposed Diploma Course on Applied Nutrition and Food Science শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপটি যৌথভাবে আয়োজন করে বারটান ও ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই)। ওয়ার্কশপয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফপিআরআই-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি আখতার আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারটান পরিচালক কাজী আবুল কালাম (সচিব) ও বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প পরিচালক এস এম শিবলী নজির। ওয়ার্কশপয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, আইএফপিআরআই সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার শিক্ষাবিদ ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ০৪ বছর ও ০৮ সেমিস্টার ব্যাপী এই ডিপ্লোমা কোর্সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করার পর শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে। এই ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করার পরে শিক্ষার্থীরা পুষ্টিবিদ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবে। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের ০৬টি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়, সেখানে গ্রুপ অনুযায়ী বক্তারা তাদের মতামত তুলে ধরেন। ওয়ার্কশপয় বক্তারা বলেন কোর্স যেন এসএসসি পাস করার পর শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করার উপযোগী করে তোলা হয়। অংশগ্রহণকারীরা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যেন এই ইনস্টিটিউট থেকে ডিগ্রি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন সে জন্য নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপের তালিকা

Title of the Seminar	Key Note Speaker	Date	Organized By
Food for Health :Nutrition and Safe Food	Dr. Md. Shah Mahfuzur Rahman,Head, Food Safety Unit, Institute of Public Health.	12th September'2018	Dhaka Head Office
Ensuring Safe Food and Increased Nutrition to Build a Healthy Nation	Dr. Md. Latiful Bari, Chief Scientific Officer, University of Dhaka	03rd October'2018	Dhaka Head Office
Child Stunting and wasting in Bangladesh	Dr. Md. Islam Bulbul, Deputy Program Manager, Institute of Public Health.	10th October'2018	Dhaka Head Office
Nutrition and Food Security	Dr. Anwara Akter Khatun, Associate Proffesor, Hazi Danesh Science and Technology University	22th October, 2018	Sunamganj Regional Office
Nutrition and Food Security	Md. Borhan Uddin, Professor , Bangladesh Agricultural University	25th October, 2018	Netrokona Regional Office
Nutrition and Food Security	Dr.Wahiduzzaman, Associate Proffesor,Shahjalal University of Science and Technology.	02nd November'2018	Sunamganj Regional Office
Food Safety, Nutrition and Public Health Concerns in Bangladesh	Dr. A T M Mizanur Rahman, Associate Professor , Islamic University	28 October'2018	Jhenaidah
Impact of Climate Change on Food Safety and Nutrition in Coastal	Dr. Mahbub Robbani, Professor, Patuakhali University of Science and	07 November, 2018	Barishal

Region	Technology,		
Title of the Seminar	**Key Note Speaker**	**Date**	**Organized By**
Climate Change and Its Impact on Nutrition	Dr. Ahsan Uddin Ahamed ,Technical Adivory Panel, Green Climate Fund	15th November2018	Dhaka Head Office
Impact of coastal food production system on food and nutrition security in Bangladesh	Dr. Abdullah Al-Mamun, Associate Professor, Noakhali Science and Technology University.	26th November'2018	Noakhali Regional Office
Conceptual framework for Social protection in context of Bangladesh and Nutrition sensitive school feeding program	Mr. Rezaul Karim Head, World Food Program of United Nations	04 December 2018	Dhaka Head Office
Why is nutrition an Important Component of Food Security	Mr. Akhter Ahmed , IFPRI	10 December 2018	Dhaka Head Office
Workshop on Curriculum Development of Proposed Diploma Course on Applied Nutrition and Food Science		08 December, 2018	Dhaka Head Office
Prospects and Role of Dried Fruits and Vegetables for Ensuring Food and Nutritional Security in Bangladesh	Prof. Dr. Md. Sazzat Hossain Sarker, Chairman, Department of Food Engineering & Technology, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur,	16 January2019	Rangpur Regional Office
Food Adulteration & Its Impact on Health & Nutrition	Prof. Dr. Md. Iqbal Rouf Mamun, Member of Bangladesh Food Safety	06 February2019	Dhaka Dhaka Head Office

	Authority		
Causes and Prevention of Food Adulteration	Dr Md Monirul Islam, Director (Nutrition), BARC	02March 2019	Noakhali Regional Officer
Title of the Seminar	**Key Note Speaker**	**Date**	**Organized By**
Nutrition Program & Policies in Bangladesh	Md. Ruhul Amin Talukder, Joint Secretary, Health Service Division, Ministry of Health and Family Welfare.	14 March2019	Dhaka Dhaka Head Office
Diabetes & Dietary Management	Shamsunnahar Nahid,Head of the Department, Department of Nutrition, BIRDEM, Dhaka.	28 March2019	Dhaka Dhaka Head Office
Appropriate Diet to Prevent and Fight against Diseases	Tanvir Ahmad, Assistant Professor, Department of Nutrition and Food Technology, Jashore University of Science and Technology.	28 March2019	Jashore Regional Office
Food Adulteration and Its Remedy: Bangladesh Perspective	Prof. Dr. Md. Iqbal Rouf Mamun, Member of Bangladesh Food Safety Authority.	01April2019	Sirajgonj Regional Office
Safe Food and Nutrition Security Challenges and Opportunities in Bangladesh	Dr. Md. Abdul Alim, Professor, Department of Food Technology and Rural Industry, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.	03 April 2019	Netrokona Regional Office
Food Adulteration & Contamination and Its Impact on Health & Nutrition	Dr Wahiduzzaman, Associate Professor, Food Engineering and Tea Technology, Shahjalal University of Science and Technology	09 April 2019	Sunamganj Regional Office
Framework for Integrated Agricultural Development for Nutrition Improvement	Dr. Moin Us Salam, International Consultant (Agriculture Systems)	12 April2019	Dhaka Dhaka Head Office
Production and Uses of Food Composition Data in Bangladesh	Dr. Abu Torab Md. Abdur Rahim, Professor, Institute of Nutrition and Food Science, Dhaka University.	28 April2019	Dhaka Dhaka Head Office

Safe Fruit and Vegetable Consumption for Good Health	Dr Md Amirul Islam Professor of Biochemistry & Molicular Biology , University of Sirajganj	29 April2019	Sirajganj Regional Office
Importance of proper Food Habit and Food Diversification	Dr Wahiduzzaman, Associate Professor, Food Engineering and Tea Technology , Shahjalal University of Science and Technology	29April 2019	SunamganjRegional Officer
Title of the Seminar	**Key Note Speaker**	**Date**	**Organized By**
Dietary pattern in Barishal Division	Liton Chandra Sen Department of Community Health and Hygiene Faculty of Nutrition and Food Science**,** Patuakhali Science and Technology University.	30 April2019	Barisal Regional Office
Importance of Livestock & Poultry for Food & Nutrition Security in Bangladesh	Md. Golam Rabbani, PhD, Chief Technical Coordinator, Livestock and Dairy Development Project, Department of Livestock Services.	02 May2019	Dhaka Dhaka Head Office
Food and Nutrition: Issues Relating to Proper Health and Food safety	Md. Abdullah Al Mamun, Assistant Professor, Department of Food Technology and Nutrition Science, Noakhali Science and Technology University.	02 May2019	Noakhali Regional Office
Food Nutrition and Prevention of Chronic Diseases	Dr ATM Mizanur Rahman Professor of Applied Nutrition and Food Technology, Islamic University, Kushtia	02 May 2019	Jhenaidah Regional Office
Food Adulteration and Its Impact on Health and Nutrition	Dr. Maruf Ahmed Professor, Department of Food Processing and Preservation, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur	05 May, 2019	Rangpur Regional Office

Dietary Approach to Stop Hypertension Challenge and Way Forward	Dr. Alamgir Hossain. Head ot the Department of Food Safety Management, Bangladesh Agriculture University, Mymensingh.	16 May2019	Netrokona Regional Office
Importance of Fish for Food and Nutrition Security in Bangladesh	Dr. Habibur Rahaman Khondaker, Monitoring Specialist, Agriculture Research Foundation.	21 May2019	Dhaka Dhaka Head Office
Title of the Seminar	**Key Note Speaker**	**Date**	**Organized By**
Use of Revised & Updated Food Composition Table for Bangladesh	Dr. Nazma Shaheen, Professor, Institute of Nutrition and Food Science, University of Dhaka.	29 May2019	Dhaka Dhaka Head Office
Safe Milk for Building Healthy Nation	Prof Dr Md. Nurul Islam, Dean, Animal Husbandry, Bangladesh Agricultural University, Mymenshing.	12 June2019	Dhaka Dhaka Head Office
Importance of Nutrition and Safe Food for the Achievement of SDGs	Md Mizanur Rahman Director, BARD, Cumilla	13 June 2019	Noakhali Regional Office
Nutritional Deficiency Diseases and it's Importance of Prevention	Dr Wahiduzzaman, Associate Professor, Food Engineering and Tea Technology, Shahjalal University of Science and Technology	16 June 2019	SunamganjRegional Office
The Efficacy of Homemade Diet in Management of Severe Acute Malnutrition	Prof. Dr. S.K. Roy Chairperson and Executive Director, Bangladesh Breast Feeding Foundation.	17 June2019	Dhaka Dhaka Head Office
Overview of Nutrition and Malnutrition in Bangladesh	Prof. Dr. Khaleda Islam, Institute of Nutrition and food Science, Dhaka University.	23 June2019	Dhaka Dhaka Head Office
Importance of Medicinal Plants on Human Health	Dr Shuplob Chandra Dhor, Medical Officer General Hospital, Barishal	23 June 2019	Barishal Regional Office

প্রকল্প

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (বারটান অংগ) প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদী সর্বমোট ৯৭২.০০ (নয় কোটি বাহাত্তর লক্ষ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষাণ-কৃষাণী, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর আধুনিক কৃষি, পুষ্টি ও আয়বর্ধক কার্যক্রম সম্পর্কে পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বসতবাড়িতে ফল-সবজি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে বিশেষ করে নারী, ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি করে সারা দেশব্যাপী পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৯৯.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৯.৫৭%, ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.১৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৮%।

প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫দিন ব্যাপী ১০ ব্যাচে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, নারী বিয়ষক অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের মোট ৩০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ৪৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ দিন ব্যাপী ৩৫ ব্যাচে ১০৫০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ ইমাম/ এনজিও কর্মী/ স্কুল শিক্ষক/ নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এবং ৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ দিন ব্যাপী ৩৫ ব্যাচে ১০৫০ জন কৃষক/ কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি স্কুলে ৩০০০ জন ছাত্রীদের পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তরায়ন করা হয় এবং ছাত্রীদের মাঝে ৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুতকৃত ৩৩০০টি পুষ্টি প্লেট বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মুদ্রণ ও বাঁধাই খাতে ১১.৯৬ লক্ষ টাক ব্যয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ইমাম/ এনপিও কর্মী/স্কুল শিক্ষক/ নারী বিষয়ক কর্মকর্তা এর জন্য ১০৬০ কপি এবং কৃষক/ কৃষাণীর জন্য ১৮৭০ কপিসহ মোট ২৯৩০ কপি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

এবং ০.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ ধরণের পোস্টার ও ৬ ধরণের লিফলেট প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠ এবং সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

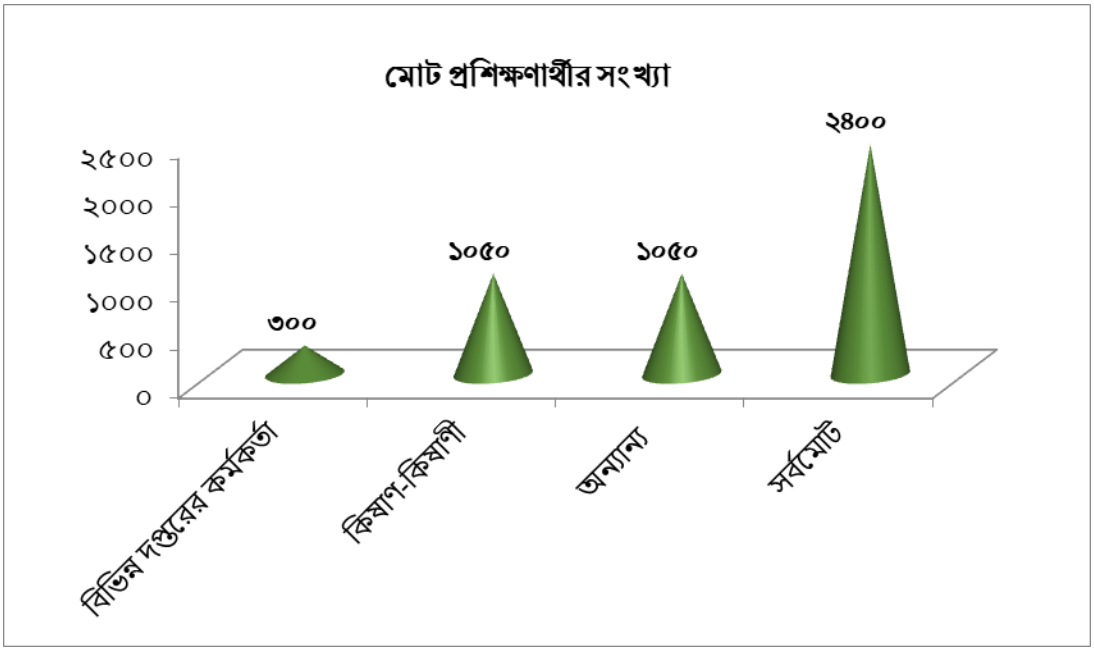

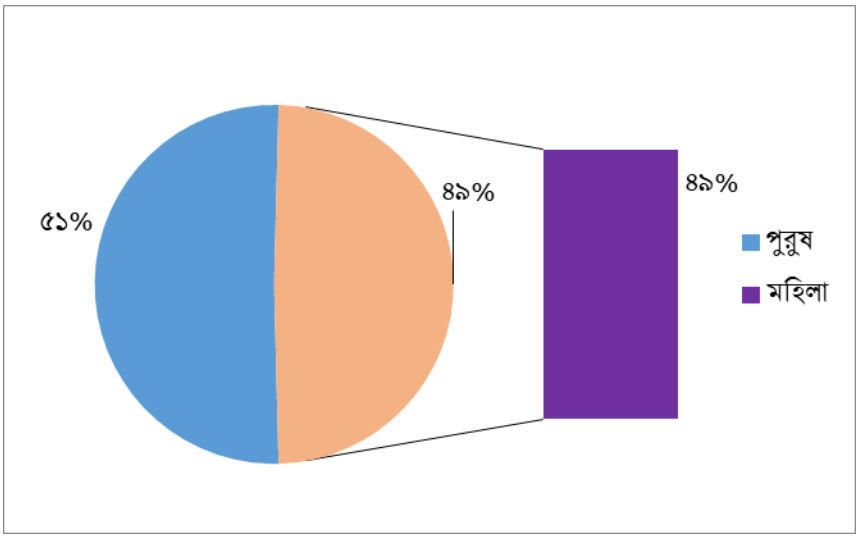

২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা:

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপি-তে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ২২০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। চলতি অর্থ বছরের রাজস্ব খাতে ২২০.০০ লক্ষ টাকার কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতে ২২০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ দিন ব্যাপী ১০ ব্যাচে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর দপ্তরসমূহের ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ, ৪২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩দিন ব্যাপী ৩০ ব্যাচে ৯০০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ ইমাম/ এনজিও কর্মী/ স্কুল শিক্ষক/ নারী বিষয়ক কর্মকর্তাদের পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ দিন ব্যাপী ৩৫ ব্যাচে ১০৫০ জন কৃষক/ কৃষাণী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুষ্টি বিষয়ে ১৭ টি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন (১৭০০ জন অংশগ্রহণকারী) করার কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পোষ্টার ও লিফলেট তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বারটান-এর কার্যক্রম সুসংহত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্থ-সবল জাতি গঠন করা, তথা দেশের জনগণের অপুষ্টি রোধের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ-এর আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ একর জমির উপর নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। মেঘনা নদীর তীরে বিশনন্দী ফেরিঘাট সংলগ্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবেষ্টিত পরিবেশে নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর ১০ তলা অফিস ভবন, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি ভবন, স্কুল কলেজ ভবন, গবেষণা মাঠ, পুকুর এবং মসজিদ। এছাড়া ০৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে নির্মাণ করা হচ্ছে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সংবলিত অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন।

প্রকল্পের স্থানঃ

ক) প্রধান কার্যালয়- আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা বিভাগ

খ) ০৭ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ

১. নেত্রকোনা - নেত্রকোণা সদর, ময়মনসিংহ বিভাগ

২. নোয়াখালী- সূবর্ণচর, চট্টগ্রাম বিভাগ

৩. সুনামগঞ্জ - সুনামগঞ্জ সদর, সিলেট বিভাগ

৪. সিরাজগঞ্জ- সিরাজগঞ্জ সদর, রাজশাহী বিভাগ

৫. রংপুর -পীরগঞ্জ, রংপুর বিভাগ

৬. ঝিনাইদহ - ঝিনাইদহ সদর, খুলনা বিভাগ

৭. বরিশাল - বরিশাল সদর, বরিশাল বিভাগ

প্রধান কার্যালয়সহ রংপুর (পীরগঞ্জ), সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বরিশাল, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একাডেমিক ভবন, ডরমিটরি ভবনের কাজ শেষ হয়েছে, অফিস ভবনের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে, বরিশাল-এর অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পীরগঞ্জ, রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে-প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে-, প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে সুনামগঞ্জ-এর অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে-,প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নেত্রকোনা ও সুবর্ণচর, নোয়াখালী

আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে, এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৫৪১২.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এই প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ১১২২৮.০০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে ১১২০৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৯৯.৮৭%। প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৬১৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৩.৯৯%, এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮২.১৫%।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর
অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-এর আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত কি না প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নং-	প্রকল্পের প্রধান ৪/৫ টি কর্মকান্ডের নাম ও পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত জিওবি টাকা অবমুক্তির পরিমাণ (জিওবি বরাদ্দের) (পিএ অবমুক্তি) (বরাদ্দের %)	২০১৮-১৯ সালের জুন/২০১৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (বরাদ্দের %)			২০১৮-১৯ সালের টার্গেট এ নিরীখে ভৌত অগ্রগতির শতাংশ (মন্তব্য যদি থাকে)
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ ব্যয়) (আরপিএ দাবী)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১।	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত অনুমোদিত	১। বেতন ভাতাদি ২। সরবরাহ সেবা ৩। সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় ৪। ভূমি অধিগ্রহণ ৫। নির্মাণ ও পূর্ত	৩৫৪১২.৪৮	৩৫৪১২.৪৮	-	৬৮.১৫%	১৪৯৯২.৮৬ (৪২.৩৪%)	১১২২৮.০০	১১২২৮.০০	-	১১২২৮.০০	১১২০৭.০০ (৯৯.৮১%)	১১২০৭.০০ (৯৯.৮১%)	-	৯৯.৯০%

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব)

ক্রমিক নং-	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (২০১৮-১৯) অর্থ বছর	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
					চলতি মাসের জুন/১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়		শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (চলতি মাস পর্যন্ত)	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	জুলাই/২০১৩ খ্রিঃ হতে জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত (সংশোধিত)	৩৫৪১২.৪৮	১১২২৮.০০	১১২০৭.০০ (৯৯.৮১%)	৯৯.৯০%	২৬১৯৯.৮৬ (৭৩.৯৯%)	৮২.১৫%

বেতার কথিকা কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ৫২ (বায়ান্ন) টি বেতার কথিকা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান কার্যালয় ৩৭ (সায়ত্রিশ) টি বেতার কথিকা, আঞ্চলিক কার্যালয় (পীরগঞ্জ), রংপুর ০৭ (সাত) টি বেতার কথিকা, আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল ০৩ (তিন) টি বেতার কথিকা, আঞ্চলিক কার্যালয় (নেত্রকোনা), ময়মনসিংহ ০২ (দুই) টি বেতার কথিকা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় (সুনামগঞ্জ), সিলেট ০৩ (তিন) টি বেতার কথিকা সম্পন্ন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক আয়োজিত বেতার কথিকার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রবন্ধকের নাম ও পদবি	আয়োজক	প্রচারের তারিখ	প্রচারের সময়
১.	কদবেল এর পুষ্টি ও বহুবিধ ব্যবহার	গোলাম ছগির আহম্মদ; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৮-০৭-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
২.	অযত্নে বেড়ে উঠা শাক-সব্জি ও ফলের ঔষধি গুণ	ড.মো: ছাদেকুল ইসলাম; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	২৩-০৭-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩.	থানকুনি পাতার ঔষধি গুণ	তাসনীমা মাহজাবীন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	৩১.০৭.১৮	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৪.	স্বাদে, পুষ্টিতে ও ভেষজ গুণে ভরা ডেউয়া	রওনক জান্নাত জেনী; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০৮.০৮.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৫.	কলার থোড় ও কলার মোচার পুষ্টি	এ এইচ এম জালাল উদ্দিন আকবর; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৪.০৮.১৮	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৬.	পেঁপের পুষ্টি রকমারী ব্যবহার ও ভেষজ গুণাগুণ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৭.০৮.১৮	বেলা ১০.৩০
৭.	পুষ্টিগুণে লাউ	প্রিন্স বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২০.০৮.১৮	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৮.	পুষ্টি বিষয়ে ফোন ইন প্রোগ্রাম	ড. মো: ছাদেকুল ইসলাম;	বাংলাদেশ	০৫-০৯-১৮	সন্ধ্যা

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রবন্ধকের নাম ও পদবি	আয়োজক	প্রচারের তারিখ	প্রচারের সময়
		উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বেতার, রংপুর		০৬.০৫
৯.	ক্যারোটিনের রাজা হেলেঞ্চা	মো: মাকছুদুল হক; উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০৬.০৯.১৮	সন্ধ্যা ০৭.০৫
১০.	চিচিঙ্গার পুষ্টি ও রকমারি ব্যবহার	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১২.০৯.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
১১.	পুষ্টি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে করণীয়	ড. মো: ছাদেকুল ইসলাম; উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	১৩-০৯-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
১২.	রাম্বুটান ফলের পুষ্টি ও রকমারি ব্যবহার	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৬.০৯.১৮	সকাল ৬.৫০
১৩.	শাপলার পুষ্টিগুণ ও বহুবিদ ব্যবহার	মো: কাওসার আহমেদ; সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৮.০৯.১৮	সন্ধ্যা ০৭.০৫
১৪.	কম্পোষ্টসার তৈরির কৌশল ও ব্যবহার	প্রিন্স বিশ্বাস; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২১.০৯.১৮	সকাল ০৭.০৫
১৫.	জাবটিকাবা এর ভেষজগুণ ও পুষ্টিগুণ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	৩০.০৯.১৮	সকাল ৬.৫০
১৬.	পুষ্টি বিষয়ে ফোন ইন প্রোগ্রাম	ড. মো: ছাদেকুল ইসলাম; উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	০৬-১০-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
১৭.	পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ মুখীকচু	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১০.১০.১৮	সন্ধ্যা ৬.০৫
১৮.	বরই এর পুষ্টি ও বহুমুখী ব্যবহার	মো: কাওসার আহমেদ, সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৭.১০.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
১৯.	পুষ্টি বিষয়ে ফোন ইন প্রোগ্রাম	ড.মো: ছাদেকুল ইসলাম; উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	২৪-১০-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রবন্ধকের নাম ও পদবি	আয়োজক	প্রচারের তারিখ	প্রচারের সময়
২০.	কাজুবাদামের পুষ্টি ও ভেষজগুণ এবং নানাবিধ ব্যবহার	রওনক জান্নাত জেনী; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২৮.১০.১৮	সন্ধ্যা ০৭.৫০
২১.	পালংশাক এর পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	৩০.১০.১৮	সকাল ৬.৫০
২২.	লেটুস পাতার পুষ্টিগুণ ও নানাবিধ ব্যবহার	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	৩০.১০.১৮	সকাল ৬.৫০
২৩.	কালো জিরার পুষ্টি ও রকমারি ব্যবহার	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	৩০.১০.১৮	সন্ধ্যা ০৭.০৫
২৪.	কালোজিরার পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ	মারুফুর রহমান; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০৭.১১.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
২৫.	পুষ্টি সরবারহে সবজির ব্যবহার	ড. মো: জামাল হোসেন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল	১০.১১.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
২৬.	সরিষা শাকের পুষ্টিগুণ	মো: মোজাম্মেল হক; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৪.১১.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
২৭.	বহুগুণে ভরপুর ব্রকলি	মো: কাওসার আহমেদ; সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২৭.১১.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
২৮.	দেশের উন্নয়ন ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ফলচাষ	ড. মো: ছাদেকুল ইসলাম; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	২৮-১১-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
২৯.	রসুন এর পুষ্টিগুণ	মো: কাওসার আহমেদ; সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২৮.১১.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩০.	মটর শুঁটির পুষ্টিমান ও বহুবিদ ব্যবহার	রওনক জান্নাত জেনী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০১.১২.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রবন্ধকের নাম ও পদবি	আয়োজক	প্রচারের তারিখ	প্রচারের সময়
৩১.	জলপাই ও বড়ই এর পুষ্টি ও বহুবিধ ব্যবহার	গোলাম ছগির আহম্মদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৫-১২-১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩২.	পালং শাক এর পুষ্টি ও ভেজষগুণ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২৩.১২.১৮	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩৩.	গাজরের পুষ্টি ও রকমারী ব্যবহার	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০৬.০১.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৩৪.	কলার পুষ্টি ও বহুবিধ ব্যবহার	গোলাম ছগির আহম্মদ; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৫-০১-১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩৫.	পালংশাক এর পুষ্টি ও বহুবিধ ব্যবহার	ইলোরা পারভীন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৭-০১-১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৩৬.	পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার তৈরিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব	ড. মো: ছাদেকুল ইসলাম; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	১৯.০১.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩৭.	টমেটোর পুষ্টি ও ঔষধিগুণ	তাসনীমা মাহজাবীন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৯.০১.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৩৮.	পেঁপের পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ	মারুফুর রহমান; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২০.০১.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৩৯.	মানবদেহের পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধে শাক-সব্জির ভূমিকা	ড. মো: জামাল হোসেন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল	২৫.০১.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৪০.	পুষ্টিগুণে ভরপুর টমেটো	মো: কাওসার আহমেদ; সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২৭.০১.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৪১.	মিষ্টিকুমড়া শাকের পুষ্টি ও চাষাবাদ পদ্ধতি	তাসনীমা মাহজাবীন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০৫.০২.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রবন্ধকের নাম ও পদবি	আয়োজক	প্রচারের তারিখ	প্রচারের সময়
৪২.	পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৩.০২.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৪৩.	ডালিমের পুষ্টি ও ঔষুধিগুণ	তাসনীমা মাহজাবীন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২৬.০২.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৪৪.	আনারসের পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	০৩.০৩.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৪৫.	কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিজনিত সমস্যা ও পুষ্টিকর খাবারের প্রভাব	ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, সুনামগঞ্জ	২৮.০৩.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৪৬.	আলুর বহুবধি ব্যবহার	ড. মো: জামাল হোসেন; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল	০৬.০৪.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৪৭.	বেলের পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ	ইলোরা পারভীন; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৩.০৪.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৪৮.	সিলেট বিভাগে নারীদের অপুষ্টিগত অবস্থা ও প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনা	ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, সুনামগঞ্জ	১৩.০৫.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৪৯.	জাম ও লিচুর পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ	জ্যোতি লাল বড়ুয়া; প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:)	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	২২.০৫.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫
৫০.	দেশীয় ফলের পুষ্টিগুণ	ড. মোসা: আলতাফ-উন-নাহার; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ	২৬.০৫.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রবন্ধকের নাম ও পদবি	আয়োজক	প্রচারের তারিখ	প্রচারের সময়
৫১.	শিশু পুষ্টি ও খাবার	ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, সুনামগঞ্জ	১৩.০৬.১৯	সন্ধ্যা ০৭.০৫
৫২.	খাদ্য ও পুষ্টি	ড. মোসা: আলতাফ-উন-নাহার; ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ	১৮.০৬.১৯	সন্ধ্যা ০৬.০৫

অংশগ্রহণকৃত মেলা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত মেলার সংখ্যা ১৫ টি। তন্মধ্যে বারটান এর প্রধান কার্যালয় ০৪ (চার) টি মেলা, আঞ্চলিক কার্যালয় সিরাজগঞ্জ কর্তৃক ০১ (এক)টি, আঞ্চলিক কার্যালয় (পীরগঞ্জ), রংপুর কর্তৃক ০২ (দুই) টি আঞ্চলিক কার্যালয় (নেত্রকোনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত হয়েছে ০২ (দুই) টি, আঞ্চলিক কার্যালয় ঝিনাইদহ কর্তৃক ০২ (দুই) টি মেলা, আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল কর্তৃক ০১ (এক) টি মেলা, আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত দুই (০২) টি মেলা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় নোয়াখালী ০১ (এক) টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

বারটান কর্তৃক বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণের তালিকা নিম্নরূপ:

কার্যালয়	আয়োজিত মেলার নাম	আয়োজনের তারিখ	স্থান
প্রধান কার্যালয়	জাতীয় ফল মেলা	২২-২৬ জুন, ২০১৮	আ.ক.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম, ফার্মগেট
	জাতীয় খাদ্য মেলা	১৬-১৮ অক্টোবর, ২০১৮	আ.ক.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম, ফার্মগেট
	জাতীয় সবজি মেলা	২৪-২৬ জানুয়ারী, ২০১৯	কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (কেআইবি),ফার্মগেট
	জাতীয় মৌ মেলা	১০-১২ মার্চ, ২০১৯	আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম, ফার্মগেট
সিরাজগঞ্জ	চতুর্থউন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	স্টেডিয়াম মাঠ,সিরাজগঞ্জ
রংপুর	চতুর্থউন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	পীরগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
	কৃষি প্রযুক্তি মেলা	০৯-১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ডি. এ. ই, রংপুর
নেত্রকোণা	চতুর্থ উন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	কালেক্টর মাঠ, নেত্রকোণা
	কৃষি প্রযুক্তি মেলা	৩১ জানুয়ারী-০৩ ফেব্রুয়ারী	উপজেলা পরিষদ মাঠ,নেত্রকোণা
ঝিনাইদহ	চতুর্থ উন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	পুরাতন ডি,সি. কোর্ট, ঝিনাইদহ
	কৃষি প্রযুক্তি মেলা	২৩-২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	নোমানী ময়দান, মাগুড়া
বরিশাল	চতুর্থ উন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	শহীদ আব্দুর রব সেরানিয়াবত আউটার স্টেডিয়াম

কার্যালয়	আয়োজিত মেলার নাম	আয়োজনের তারিখ	স্থান
সুনামগঞ্জ	চতুর্থ উন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	জুবলী স্কুল মাঠ, সুনামগঞ্জ
	কৃষি প্রযুক্তি মেলা	২০-২২ জুন, ২০১৯	সুনামগঞ্জ পৌরসভা মাঠ
নোয়াখালী	চতুর্থউন্নয়ন মেলা	০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮	নোয়াখালী জিলা স্কুল,নোয়াখালী

সমন্বিত সহযোগিতামূলক কার্যক্রম

বারটান খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা এবং কৌশল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে বারটান রয়েছে। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হল:

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) একটি বহুখাত, বহুজন ও বহুস্তর বিশিষ্ট কর্মসূচী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৩.০৮.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় এই কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এই কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে ২২টি মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত। এই কর্মপরিকল্পনার গভর্নেন্স ও সমন্বয় অধ্যায়ে পুষ্টি নীতি/কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ০৫টি ওয়ার্কিং লেভেল প্লাটফর্মের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: পুষ্টি প্রত্যক্ষ প্লাটফর্ম, পুষ্টি পরোক্ষ প্লাটফর্ম, পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা প্লাটফর্ম, পুষ্টি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্ম এবং পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্লাটফর্ম। এর মধ্যে বারটান পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা প্লাটফর্ম, পুষ্টি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্ম এবং পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্লাটফর্ম-এ কাজ করছে। জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা ২০১৬-২৫ বাস্তবায়নে বারটান-এর পক্ষ থেকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছেন তাসনীমা মাহজাবীন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান।

পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা প্লাটফর্ম

১. জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন/পরিমার্জন/পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২. জাতীয় পুষ্টি ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণ, পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন ও গবেষণা পরিচালনায় পরিষদকে সহায়তা প্রদান।

৩. জনগণের পুষ্টিমান ও সার্বিক ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নকল্পে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণার আলোকে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা প্রদান।

৪. পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন সাপেক্ষে পরবর্তী কর্মকৌশল নিরূপণে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা ।

৫. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

৬. প্রয়োজনবোধে কমিটি পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো অপ্ট করতে পারবে।

৭. কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন, ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

পুষ্টি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্ম

১. পুষ্টি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার (SBCC) অংশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

২. নীতি নির্ধারক ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. পুষ্টি বিষয়ে তথ্য, প্রচারণা ও প্রকাশনার বিষয়ে জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা দান।

৪. বিভিন্ন গণমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় পুষ্টি বিষয়ক সঠিক তথ্য পরিধারণ, প্রচার ও নজরদারির মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি পরিষদতে সহায়তা প্রদান।

৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, গণপ্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্ড়ে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে পুষ্টি নীতি/পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

৭. প্রয়োজনবোধে কমিটি পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো অপ্ট করতে পারবে। কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন, ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্লাটফর্ম

১. পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২. সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় ও প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ।

৩. পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ইনস্টিটিউটশন, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা বা এজেন্সির সাথে যোগাযোগ।

৪. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

৫. প্রয়োজনবোধে কমিটি পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো অপ্ট করতে পারবে। কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন, ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

*Scaling Up Nutrition (SUN) Movement-হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, জাতিসংঘ,উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম। জাতিসংঘের নেতৃত্বে এটি গঠিত হয় এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে সব ধরনের অপুষ্টি দূরীকরণের লক্ষ্যে ৬১টি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো একসঙ্গে কাজ করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা হিসেবে বারটান এর মধ্যে SUN Business Network এবং SUN Academia Network- এবং SUN multistakeholders Platform (Governed by GoB) এ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। SUN বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন মোঃ হাবিবুর রহমান খান (অতিঃ সচিব), প্রশাসন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।

*জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)-এর Fill the Nutrient Gap (FNG) -এর টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য বারটান। এই কাঠামোর মাধ্যমে বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন, বহুখাতের সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণের বাধাগুলো চিহ্নিতকরণ শক্তিশালী করে এবং বিভিন্ন খাতের সমন্বয়ে সাশ্রয়ী কৌশলপত্র প্রস্তাবনায় সহযোগিতা করে। FNG পুষ্টির অভাব চিহ্নিত করে এবং বিশ্লেষণ কাঠামো ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের বাধাগুলো চিহ্নিত করে। বাংলাদেশে FNG-এর টেকনিক্যাল গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী-এর বাংলাদেশ টিম এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির রোম ভিত্তিক FNG টিম।

*জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০১৯ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও ব্যবহার এর উন্নয়ন সংক্রান্ত কারিগরি উপকমিটিতে কাজ করছে বারটান। এই নীতি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ বাস্তবায়নেও ভূমিকা রাখবে। এখানে বারটান কাজ করছে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিস্তৃতি (Scale Up nutrition training) এবং খর্বকায়তা ও কৃশকায়তার হার কমাতে পুষ্টি সমৃদ্ধ দেশীয় খাবারের প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)' বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেও কোনো বাজে প্রভাব পড়ে না। ভিন্নভাবে বললে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো, ভবিষ্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে, ব্রুন্টডল্যান্ড কমিশন (Bruntdland Commision) এর রিপোর্টে। ২০০০ সালে শুরু হওয়া ‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল’ বা এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এরপর জাতিসংঘ ঘোষণা করে ১৫ বছর মেয়াদি ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’ বা এসডিজি। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব রক্ষা এবং একটি নতুন টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা হিসেবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯ টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট' নামক সম্মেলনে এই লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়। এসডিজি এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপিত করেছে, যার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৫ সালে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা হলো:

অভীষ্ট ১. দারিদ্র্য বিমোচন

অভীষ্ট ২. খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন

অভীষ্ট ৩. সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা

অভীষ্ট ৪. মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ

অভীষ্ট ৫. লিঙ্গ সমতা

অভীষ্ট ৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

অভীষ্ট ৭. সকলের জন্য জ্বালানি বা বিদ্যুতের সহজলভ্য করা

অভীষ্ট ৮. স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ

অভীষ্ট ৯. স্থিতিশীল শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা

অভীষ্ট ১০. দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয়বৈষম্য হ্রাস

অভীষ্ট ১১. মানব বসতি ও শহরগুলোকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা

অভীষ্ট ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার

অভীষ্ট ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ

অভীষ্ট ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা

অভীষ্ট ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার

অভীষ্ট ১৬. শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার,সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

অভীষ্ট ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য এ সব বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা আনা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা হিসেবে যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে বারটান:

অভীষ্ট ০২: খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা ২.১- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।

এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে চলমান কার্যক্রম:

প্রকল্প:

০১: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

০২: বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম ২০২১-২০৩০

ক.পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

খ.মানবপুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জৈব (Organic) ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

গ. ভালমানের বীজ ব্যবহার এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর পুষ্টিস্তর উন্নয়নে প্রশিক্ষণ।

লক্ষ্যমাত্রা ২.৩: ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম ২০২১-২০৩০

ক.খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা: ২ (ক) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম ২০২১-২০৩০

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন (কর্মকর্তাদের পিএইচডি, এমএস সহ বিভিন্ন শর্ট ও লং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা।
খ. সার্কভুক্ত দেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে গবেষণা, সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও কৃষক সংযোগ শক্তিশালীকরণ।

অভীষ্ট ০৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

লক্ষ্যমাত্রা-৬.৪- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম ২০২১-২০৩০

ক. বারটান-এর প্রধান কার্যালয়সহ ০৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাঝারি আকারের পানি শোধনাগার (water treatment plant) স্থাপন।

খ. বারটান-এর আঞ্চলিক কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন।

অভীষ্ট ১২- পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা- ১২.৩- খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (Post Harvest loss) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম ২০২১-২০৩০

ক. শস্য নিরাপত্তা প্রযুক্তির বিস্তারের মাধ্যমে (IPM/ICM/GAP & Pest Surveillance) খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।

খ. খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হওয়ার পরিমাণ কমানো বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

গ. টেকসই উদ্যান ফসল উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

(সূত্রঃNational Action Plan of Ministry/Division by Targets for the Implementation of SDGs, General Economics Division (GED) Bangladesh Planning Commission, June 2018)

উল্লেখ্য, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে বারটান-এর পক্ষ থেকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছেন তাসনীমা মাহজাবীন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

বাস্তবায়িতব্য লক্ষ্য	লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্প	বিদ্যমান অবস্থা	গৃহীত আইন/নীতি/পরিকল্পনা/ সংস্কার প্রভৃতি	মন্তব্য
২.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।	ক. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প। খ. বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	* বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক ১৫টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন। *বারটান-এর রাজস্ব খাত সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প ও বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-এর আওতায় খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে ১৮ হাজার ০২ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। *৫৫টি স্কুল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। *যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন উপাদান (Behavior Change Communication Material) হিসেবে ৫৫০০ পুষ্টি প্লেট বিতরণ করা হয়েছে। *খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক ১৫টি মেলায় অংশগ্রহণ। *বাংলাদেশ বেতার ঢাকা স্টেশনসহ বারটান এর আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন বেতার স্টেশনে ৫২টি বেতার কথিকা সম্প্রচার।		

		* খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক ৪০টি সেমিনার আয়োজন। * বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ-এর আড়াইহাজার উপজেলায় প্রধান কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডরমিটরি, স্কুল ও কলেজ ভবন সহ রংপুর (পীরগঞ্জ), সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোনা, ঝিনাইদহ, বরিশাল, সুনামগঞ্জ এবং নোয়াখালী-তে(সুবর্ণচর) আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ কার্যক্রম চলমান।		
বাস্তবায়িতব্য লক্ষ্য	লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্প	বিদ্যমান অবস্থা	গৃহীত আইন/নীতি/পরিকল্পনা/ সংস্কার প্রভৃতি	মন্তব্য
২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ	ক. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।	*২৪০০ জনকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ। *৩০টি স্কুল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন, ৩৩০০ পুষ্টি প্লেট বিতরণ। *১০৬০ কপি প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ১৮৭০ কপি কৃষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বিতরণ। *০২ ধরনের পোস্টার ও ০৬ ধরনের লিফলেট প্রস্তুত করে বিতরণ। .		

উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।				
লক্ষ্যমাত্রা ২.৩: ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা	-			কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি।

দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ। :				
বাস্তবায়িতব্য লক্ষ্য	লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্প	বিদ্যমান অবস্থা	গৃহীত আইন/নীতি/পরিকল্পনা/ সংস্কার প্রভৃতি	মন্তব্য
লক্ষ্যমাত্রা: ২ (ক) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি	-	কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (NATA), লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের		

উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি।		ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।		
লক্ষ্যমাত্রা-৬.৪- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা	-	-		কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।				
লক্ষ্যমাত্রা- ১২.৩- খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (Post Harvest loss) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।	-	-	-	কোনো কার্যক্রম গৃহীত হয়নি।

উদ্ভাবন

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। সেই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বারটান-এর ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিবছর বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

২০১৮-১৯ এর উদ্ভাবন 'আমার পুষ্টি'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি হচ্ছে জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন [সংবিধান- ১৮ (১) অনুচ্ছেদ]। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ০২ নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো হবে। সরকার এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম বড় বাধা পুষ্টি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব। কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) পুষ্টি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। আরো ব্যাপকভাবে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে বারটান 'আমার পুষ্টি'-নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন নির্মাণ করেছে ।

আমার পুষ্টি সাধারণ জনগণের পুষ্টি সম্পর্কিত জরুরি তথ্য জানাবে এবং খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে কার্যকর সমাধান প্রদানের একটি ডিজিটাল প্রচেষ্টা। 'আমার পুষ্টি' অ্যাপস-এ বর্ণিত ফলিত পুষ্টি, খাদ্যের পুষ্টি উপাদান, সুষম খাদ্য, অপুষ্টি, জীবন চক্রে পুষ্টি, রন্ধন পদ্ধতি, নিরাপদ খাদ্য এবং বিএমআই বিষয়ে জানার জন্য মোবাইল স্ক্রিনে ক্লিক করেই ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এই অ্যাপটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স) ক্যালকুলেটর। 'আমার পুষ্টি'-তে সংযোজিত 'বিএমআই ইনডেক্স' শুধুমাত্র ওজন, উচ্চতা অনুযায়ী বিএমআই ইনডেক্স অনুযায়ী স্থুল, কৃশকায় এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থারই বিবরণ দেয় না, বরং বয়স এবং শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শও প্রদান করে। ব্যবহারকারীরা ওজন, উচ্চতা, বয়স এবং শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ অ্যাপটির ট্যাবে ইনপুট দিলে খুব সহজেই নিজের বিএমআই সূচক অনুযায়ী দৈহিক শ্রেণি বিন্যাস, পুষ্টি অবস্থা, অসুস্থতার ঝুঁকি ও করণীয় এবং দৈহিক কত খাদ্যগ্রহণের মাত্রা বিষয়ক পরামর্শ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, পুষ্টি উপাদান (শর্করা, আমিষ ও স্নেহ) সুষমভাবে গ্রহণের একটি তালিকাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করা হয়।

এই অ্যাপটির মূল ধারণা দিয়েছেন বারটান-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফারজানা রহমান ভূঞা, অ্যাপটি তৈরিতে টেকনিক্যাল ইনপুট দিয়েছেন বারটান-এর প্রোগ্রামার এ.কে.এম মোস্তফা কামাল হাবিব।

এই অ্যাপটির ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করে একটি অ্যানিমেটেড এক্সপ্লেইনার ভিডিও তৈরি করা হয়েছে যা বারটান-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে দেয়া হয়েছে। 'আমার পুষ্টি' অ্যাপস-এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের স্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর পুষ্টির স্তর উন্নয়নে সহায়ক হবে 'আমার পুষ্টি'। এই অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে বার ডাউনলোড হয়েছে এবং এক্সপ্লেইনার ভিডিওটি ফেসবুক, ইউটিউব মিলিয়ে জন দেখেছে।

২২ জুন, ২০১৯ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ইনোভেশন শোকেসিং-য়ে বারটান আমার পুষ্টি অ্যাপ ও পোস্টার প্রদর্শন করে। ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ২৭টি উদ্ভাবনের মধ্যে বারটান-এর আমার পুষ্টি মোবাইল অ্যাপ তৃতীয় স্থান অর্জন করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ শামসুল আরেফিন (সমন্বয় ও সংস্কার) । বারটান-এর পক্ষ থেকে প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বারটান-এর পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্মসচিব)।

নাটিকা 'গুণবতীর ঘর': পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে রান্না বিষয়ক নাটিকা 'গুণবতীর ঘর' প্রস্তুত করে সোশাল মিডিয়ায় (ইউটিউব, ফেসবুক.ইনস্টাগ্রাম) উন্মুক্ত করা হয়েছে। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পে-বারটান অংগ-এর আওতায় এই নাটিকাটি নির্মাণ করা হয়। নাটিকাটি নির্মাণে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন জ্যোতিলাল বড়ুয়া, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ.দা.)।

পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত 'ডিজিটাল স্ক্রল': সেচ ভবনে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও স্লোগান নিয়ে একটি ডিজিটাল স্ক্রল স্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্ভাবনের ধারণাটি প্রদান করেন বারটান-এর পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্মসচিব)।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান

বারটান সোশাল মিডিয়ায় সম্পর্কিত নাগরিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে বারটান-এর অফিসিয়াল একাউন্ট রয়েছে। গত ০৭ মে ২০১৯, বারটান-এ ৬৫-টি বিভিন্ন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পরে অনলাইন আবেদন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আবেদনকারীরা ফেসবুক ও ই-মেইল-এর মাধ্যমে অবহিত করেন যার ভিত্তিতে বিটিসিএল এবং টেলিটক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করা হয়। এছাড়া বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-সহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সোশাল মিডিয়ায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বার্তা বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত বেতার কথিকার স্ক্রিপ্ট ছবি সহযোগে নিয়মিত সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯-এর আওতায় প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ ওয়ার্কশপ ও গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে খাদ্যমান, পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষরিত হয়েছে যার লক্ষ্যমাত্রায় বিদ্যমান কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- বারটান দুই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। এর একটি হলো প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং অপরটি হলো পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ। ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ০৩ (তিন) দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,শিক্ষা বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দপ্তরসমূহ ইত্যাদি) সাথে সম্মিলিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এপিএ-তে প্রশিক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৫০০০ কিন্তু বারটান প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ১৮০০২।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিরাপদ পুষ্টি উন্নয়ের লক্ষ্যে মৎস্য, প্রানিসম্পদ, কৃষি এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা/ ওয়ার্কশপ-এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪০ টি, এ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।
- সর্বস্তরের জনগনের পুষ্টিরমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৪৮৫০ টি (লক্ষ্যমাত্রা ৩১০০ টি) পুষ্টি প্লেট বিতরণ করা হয়েছে ।

- মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগন যেন পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা লাভ করতে পারে তার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেতারে ৫২ টি বেতার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; যার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল মাত্র ৫০ টি।
- পুষ্টিস্তর উন্নয়ন –এর লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন স্কুলে মোট ৪টি পুষ্টি ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে । সম্পৃক্ত পুষ্টি ক্লাবে উপকারভোগীর (ছাত্র-ছাত্রী) সংখ্যা ৪০০ জন ।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন মেলা যেমন বিশ্ব খাদ্য মেলা, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা , ফল মেলা সবজি মেলা ইত্যাদি অর্থাৎ সর্বমোট ১৫ টি (লক্ষ্যমাত্রা ১৫ টি) মেলা অংশগ্রহণ করেছে।
- স্কুল লেভেলে ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪০টি স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সফলতার সাথে বারটান ৫৫ টি স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করতে সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হয়ে থাকে তাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার ১২০০ টি এর বিপরীতে ২৫০০ টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বিতরণ করা হবে ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতির প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯)	অগ্রগতি (২০১৮-১৯)	অগ্রগতি শতাংশ (%)
বারটানের কৌশলগত উদ্দেশ্য		প্রশিক্ষিত ব্যক্তি	সংখ্যা	১৫০০০	১৮০০২	১২০.০১
১। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	১.১। খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে প্রচারণা, সভা ও ওয়ার্কশপর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল	সংখ্যা	১২০০	২৫০০	২০৮.৩৩
		আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৪০	৪০	১০০.০০
		লিফলেট/পোস্টাল	সংখ্যা	৬২০০০	১০০০০০	১৬১.২৯
		আয়োজিত স্কুল ক্যাম্পেইন	সংখ্যা	৪০	৫৫	১৩৭.৫০
		অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী	সংখ্যা	৪০০০	৫৫০০	১৩৭.৫০
		প্রস্তুতকৃত পুষ্টি প্লেট	সংখ্যা	৩১০০	৪৮৫০	১৫৬.৪৫
		সম্প্রচারিত বেতার কথিকা	সংখ্যা	৫০	৫২	১০৪.০০
		আয়োজিত মেলা	সংখ্যা	১৫	১৫	১০০.০০
		সম্পৃক্ত পুষ্টি ক্লাব	সংখ্যা	৫	৪	৮০.০০
		উপকারভোগী (কৃষক-কৃষাণী/ ছাত্র-ছাত্রী)	সংখ্যা	৫০০	৪০০	৮০.০০

২০১৯-২০ অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্য

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরও লক্ষ্যমাত্রায় কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করে সকল কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করে সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ স্বাক্ষরিত হয় । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অজর্নের ফলশ্রুতিতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বারটান প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়, বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বারটান দুই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর একটি হলো প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং অপরটি হলো পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ । পাঁচ

(০৫) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ০৩ (তিন) দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বারটান আয়োজন করে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণে জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণী অংশগ্রহণ করেন। এর ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি প্রশিক্ষণে ১৮০১০ জনের মধ্যে প্রশিক্ষিত কৃষাণ-কৃষাণী ৭৩৫০ জন, প্রশিক্ষিত এসএএও, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পুরোহিত ইত্যাদি ৭৩৫০ জন, প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তা ৩০০ জন এবং গার্মেন্টস/ বিদেশগামী কর্মী/ বস্তীবাসী ৩০১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ।

- এই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সেমিনার/ওয়ার্কশপের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫০ টি ওয়ার্কশপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সর্বস্তরের জনগনের পুষ্টির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৮০০০ টি পুষ্টি প্লেট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ।
- মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগন যেন পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা লাভ করতে পারে তার জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫৫ টি বেতার কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পুষ্টিস্তর উন্নয়ন –এর লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন স্কুলে মোট ৫টি পুষ্টি ক্লাব স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে । সম্পৃক্ত পুষ্টি ক্লাবে উপকারভোগীর (ছাত্র-ছাত্রী) সংখ্যা ৫০০ জন নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেলা যেমন বিশ্ব খাদ্য মেলা, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা , ফল মেলা সবজী মেলা ইত্যাদি অংশগ্রহন করা লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২০ টি মেলায় অংশগ্রহনের লক্ষমাত্রা নির্ধারনের করা হয়েছে।
- স্কুল লেভেলে ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬০টি স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ।
- প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৩০০ টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বিতরণ করা হবে।

আফগান প্রতিনিধি দলের বারটান পরিদর্শন

বাংলাদেশে সফররত আফগানিস্তানের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)- এর প্রধান কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছে। বিগত ০৫ জুলাই ২০১৮ এই মতবিনিময় সভায় বারটান প্রধান কার্যালয়ে আগত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আফগান কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স সেক্রেটারিয়েট-এর মহাপরিচালক নসরুল্লাহ আরসালাই।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার উদ্যোগে খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বহুপাক্ষিক ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বিষয়ে বাংলাদেশে ০৫ দিনের শিক্ষা সফরে (০১-০৫ জুলাই) এসেছে আফগান নীতিনির্ধারণী এবং ফুড সিকিউরিটি ও নিউট্রিশন এজেন্ডার সদস্য সংবলিত প্রতিনিধি দল। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা এবং বাংলাদেশের সফলতা পর্যবেক্ষণ এবং এর আলোকে আফগানিস্তানের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পুষ্টিস্তর উন্নয়নে নীতিমালা এবং কাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাসফর আয়োজন করা হয়।

প্রতিনিধি দলে আফগানিস্তান ফুড সিকিউরিটি ও নিউট্রিশন সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার তের (১৩) জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার তিন (০৩) জন প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ। বারটান সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বারটান পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্ম সচিব), বারটান অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প পরিচালক এস এম শিবলী নজির (যুগ্ম সচিব), অধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ আবদুহু-সহ বারটান-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মতবিনিময় সভার পরিচয়পর্ব শেষে উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক জনাব ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ বারটান এর ইতিহাস ও কর্মকান্ড সম্মানিত অতিথিদের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ ও জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫-র আলোকে জাতীয় পুষ্টি সমস্যা সমাধানে বারটান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

মতবিনিময় সভায় আফগান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বাংলাদেশের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে চান। বারটান বাংলাদেশের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে কি ধরণের কাজ করছে এবং সেটি কিভাবে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে সেই বিষয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বারটান কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চান। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রকল্প পরিচালক এস এম শিবলী নজির।

পরিচালক জনাব কাজী আবুল কালাম বারটান-এ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অংশ নেয়ার জন্য আফগান প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দুই দেশের মধ্যে এই বিষয়ক জ্ঞান বিনিময় এবং সমন্বিত কর্মকান্ড পরিচালনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন সফরকারী প্রতিনিধি দলের প্রধান নসরুল্লাহ আরসালাই। আফগান প্রতিনিধি দলকে পুষ্টিকর দেশীয় ফল দিয়ে আপ্যায়ন করানো হয়।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর প্রধান কার্যালয় নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৪ আগস্ট ২০১৩ খ্রিঃ এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ও নারায়ণগঞ্জ-০২ (আড়াইহাজার) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বারটান কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমের ছবি

গবেষণা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ফলের চারা ও সবজির বীজ বিতরণ
কৃষকের সংখ্যা ঃ ৫০ জন
স্থান ঃ বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।
তারিখ ঃ২২ জুন ২০১৯ ইং
বাস্তবায়নে ঃ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটা
SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দ প্রাপ্ত
Proper Food and Nutrition Consumption and Good Health through Agro-based sources of Shawtal and others Tribal peoples in the Barind area
বাস্তবায়নে: বারটান, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

প্রশিক্ষণ

নোয়াখালী (সুবর্ণচর) আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
কৃষি মন্ত্রণালয়
খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষক- প্রশিক্ষণ
SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

WELCOME

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়
"Importance of Nutrition and Safe Foods for the achievement of SDGs"
প্রধান অতিথি ঃ ড.এম.মিজানুর রহমান

খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষক- প্রশিক্ষণ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষক- প্রশিক্ষণ
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

উঃপঃ নিঃ চেঃ-৩৬
উঃ নিঃ অঃ চেঃ-১৮

বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়:
"Impacts of Climate Change on Food Safety and Nutrition in Coastal Region"
প্রধান অতিথি: জনাব মোঃ আরশেদ আলী অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল।
প্রবন্ধ উপস্থাপক: ড.মাহবুব রব্বানী অধ্যাপক, পরিধাবি, পটুয়াখালী।
সভাপতি: ড. মোঃ আলমগীর হোসেন যুগ্ম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ট্রি, সাগরদী, বরিশাল।
তারিখ: ০৭ নভেম্বর, ২০১৮
স্থান: ট্রি আঞ্চলিক কেন্দ্র, সাগরদী, বরিশাল।
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), আঞ্চলিক কেন্দ্র, বরিশাল।

ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়

"Appropriate Diet to Prevent and Fight Diseases"

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান
শোকাবহ আগস্ট
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকীতে
আমরা
শোকাহত
১৫ আগস্ট
আয়োজনে : বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
আঞ্চলিক কেন্দ্র, মধুপুর, ঝিনাইদহ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষিই সমৃদ্ধি
খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে সচেতনতামূলক
স্কুল ক্যাম্পেইন
BIRTAN
বাস্তবায়নে : বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র, মধুপুর, ঝিনাইদহ।

নেত্রকোনা আঞ্চলিক কার্যালয়

Bangladesh Institute of Research & Training on Applied Nutrition (BIRTAN)
Seminar on
Dietary Approaches to stop Hypertension:
Challenges and way Forward

"Safe Food & Nutrition Security-Challenges and
Opportunities in Bangladesh"

Peoples Republic of Bangladesh
Ministry of Agriculture
Bangladesh Institute of Research & Training on Applied Nutrition (BIRTAN)
Seminar on
"Safe Food & Nutrition Security-Challenges and Opportunities in Bangladesh"
Chief Guest: Dr. Md. Solaiman Ali Fakir
Keynote Speaker: Dr. Md. Abdul Alim
Special Guest: Dr. A. K. M. Zakir Hossain
Chair: Dr. Most. Altaf-Un-Nahar
Organized by: BIRTAN
Station, Netrakona.
Date: 03 April 2019

রংপুর (পীরগঞ্জ) আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
আঞ্চলিক কার্যালয়, পীরগঞ্জ, রংপুর।
সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়
"Prospects and role of dried fruits and vegetables for ensuring food and nutritional security in Bangladesh"
স্থান: সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর। তারিখ: ১৬ জানুয়ারী ২০১৯, সময়: সকাল ৯.৩০ মিনিট
প্রধান অতিথি : জনাব এনামুল হাবীব, জেলা প্রশাসক, রংপুর।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক
আলোচক
সভাপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
"Food adulteration and its impact on Health and nutri
ড. মো: সাজ্জাত হোসেন সরকার
ডা: মো: আব্দুল হাকিম
কৃষিবিদ ড. মো: ছাদেকুল ইসলাম
বাস্তবায়নে : বারটান, আঞ্চলিক কার্যালয়, পীরগঞ্জ,

সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
"Food Adulteration and its Remedy, Bangladesh Perspective"

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
"Child Stunting and Wasting in Bangladesh: Causes and Remedy"

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে সেমিনার

সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিক পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ
বাস্তবায়নে : বাংলাদেশ কৃষি পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
ব্যবস্থাপনায় : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৮
র‍্যালী ও আলোচনা সভা

Competency Based Training on
Infant and Young Child Feeding (IYCF)
Participants: Health & FP front line supervisors
Organized by : Civil Surgeon Office, Narail.
Supported by: UNICEF Bangladesh
Venue : Conference Room, Civil Surgeon Office, Narail.
Date : 10 December 2017
unicef

সেমিনার

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে সেমিনার
প্রবন্ধ উপস্থাপক ঃ অধ্যাপক ড. আবু তোরাব এম. এ. রহিম, আইএফএনএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিশেষ অতিথি ঃ জনাব এস এম শিবলী নজির, প্রকল্প পরিচালক, বারটান প্রকল্প
সভাপতি ঃ জনাব কাজী আবুল কালাম, পরিচালক, বারটান
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, বারটান
তারিখ ঃ ২৮-০৪-২০১৯ খ্রিঃ
পুষ্টির কথাও ভাবুন
পুষ্টি উন্নয়নের বুনিয়াদ
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টি

A Seminar
On
"Food Adulteration & its Impact on Health & Nutrition"
Date: 06 February 2019, Venue: Conference Room, Head Office, BIRTAN
Key Note Speaker : Prof. Dr. Md. Iqbal Rouf Mamun
Member, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)
Chief Guest : Ashraf Uddin Ahmed
Additional Secretary, Ministry of Agriculture & Executive Director, BIRTAN
Special Guest : S.M. Shibly Nazir
Joint Secretary, Ministry of Agriculture & Project Director
Chairperson : Kazi Abul Kalam
Joint Secretary, Ministry of Agriculture & Director, BIRT
Organized By: Bangladesh Institute of Research and Training on Applie

Seminar On
"Nutrition Programme & Policies in Bangladesh"
Date: 14 March 2019, Venue: Conference Room, Head Office, BIRTAN
Key Note Speaker : Md. Ruhul Amin Talukder
Joint Secretary, Health Service Division, Ministry of Health & Family Welfare
Chief Guest : Ashraf Uddin Ahmed
Additional Secretary, Ministry of Agriculture. Executive Director, BIRTAN
: S.M. Shibly Nazir
Joint Secretary, Ministry of Agriculture. Project Director, BIRTAN
: Kazi Abul Kalam
Joint Secretary, Ministry of Agriculture. Director, BIRTAN
Organized by: Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition (BIRTAN)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
"Food adulteration and its impact on Health and nutrition"

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
কৃষি মন্ত্রণালয়
সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়
"Importance of Nutrition and Safe Foods for the achievement of SDGs"
প্রধান অতিথি ঃ ড.এম.মিজানুর রহমান
সভাপতি ঃ জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের
CHAIRMAN
CHIEF GUEST

"Food, Nutrition and the prevention of Chronic diseases"
কুষ্টিয়া

স্কুল ক্যাম্পেইন (সুনামগঞ্জ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পুষ্টি বিষয়ক স্কুল ক্যাম্পেইন
অংশগ্রহণে : শিক্ষার্থীবৃন্দ
তারিখ : ১৩ মার্চ ২০১৯ খ্রি.
স্থান : সুনামগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মিলনায়তন, সুনামগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
শ্রেণির শিক্ষার্থী

পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক স্কুল ক্যাম্পেইন

বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ

গার্মেন্টস কর্মীদের প্রশিক্ষণ

বস্তিবাসীদের প্রশিক্ষণ (রায়েরবাজার)

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)

প্রশিক্ষণ

মাধব পুঞ্জি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র
পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
অংশ গ্রহণকারী ঃ কৃষাণ-কৃষাণী (৩০ জন)
তারিখ ঃ ৩, ৪, ৫ এপ্রিল ২০১৯খ্রিঃ
স্থান ঃ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ কক্ষ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
বাস্তবায়নে ঃ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটা

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান - BIRTAN)

মেইনগেট ও অফিস ভবন, পীরগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোণা

গণমাধ্যমে বারটান

Look at these three friends of the same age.

জন্মশতবার্ষিকী
উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান
শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু

এফ এম ৯৯.২
রেডিও ঝিনুক

র‍্যালী

কৃষিই সমৃদ্ধি
"সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প" এর আওতায় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে
বর্ণাঢ্য র‍্যালি
তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
আয়োজনে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরা।

WALTON
৪র্থ জাতীয়
উন্নয়ন মেলা-২০১৮
৪-৬ অক্টোবর
শোভাযাত্রা
ডিএই, বিনা, বারটান, বিএডিসি, বিএআরআই
কৃষি মন্ত্রণালয়

কর্ম গড়ে ভবিষ্যৎ, কর্মই গড়বে ২০৩০-এ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব
বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৮
র‍্যালী ও আলোচনা সভা
সভাপতি: জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
স্থানঃ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
তারিখঃ ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ
আয়োজনেঃ জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ

সিভিল সার্জন কার্য
জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ
২৩-২৯ এপ্রিল ২০১৯
বর্ণাঢ্য র‍্যালি
খাদ্যের কথা ভাবুন
পুষ্টির সপ্তাহ ভাবুন
পুষ্টি উন্নয়নের বুনিয়াদ
আয়োজনে : জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি, সুনামগঞ্জ।

মেলা

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
BRTAN

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর আওতায়
কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৯
স্থান: নোমানী ময়দান, মাগুরা
তারিখ: ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), আঞ্চলিক কেন্দ্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
আয়োজনে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরা।

উদ্ভাবন (অর্জন)

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে
ইনোভেশন শোকেসিং

আমার পুষ্টি
ফলিত পুষ্টি
খাদ্যের পুষ্টি উপাদান
সুষম খাদ্য
অপুষ্টি
জীবন চক্রে পুষ্টি
রন্ধন পদ্ধতি

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

আফগান প্রতিনিধি দলের বারটান পরিদর্শন